১. প্রশাসনিক ভবন, ২. একাডেমিক ভবন ৩. নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবন

আল মুস্তাক্বিম

বার্ষিক ম্যাগাজিন-২০১৪

প্রকাশনায়ঃ
ছাত্র সংসদ
দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা
দাউদপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

সম্পাদনা পর্ষদ

পৃষ্ঠপোষক
অধ্যক্ষ মাওলানা রিয়াজ উদ্দিন

উপদেষ্টা মণ্ডলী
মাওলানা জয়নুল আবেদীন (সিরাজপুরী)
সবুর আহমদ চৌধুরী
রিপন কুমার চক্রবর্তী
মোঃ খলিলুর রহমান
মাওলানা ইকবাল হোসাইন
মাওলানা আব্দুর রশিদ
মাওলানা জয়নাল আবেদীন (বালাগঞ্জী)
মোঃ ছায়ফুল আহমদ চৌধুরী

সম্পাদনা পর্ষদ সভাপতি
প্রভাষক মাওলানা মোঃ জাহিদুল ইসলাম

সম্পাদক
সুহেল আহমদ (জি.এস)

কৃতজ্ঞতায়
অত্র মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
হাফিজ মোঃ সাইফুল ইসলাম (ভি.পি)

প্রকাশনায়
ছাত্র সংসদ
দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা
দাউদপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

প্রকাশকাল
২৯ মার্চ ২০১৪ইং, শনিবার

শুভেচ্ছা মূল্য
২০/- (বিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ ঃ
তাহছিনা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
সিটি বাণিজ্যিক ভবনের পিছনের গলি
বন্দরবাজার, সিলেট।
মোবাঃ ০১৭৩৪-৯৬৩১৮৩

উৎসর্গ

যাদের দোয়া আর অকৃত্রিম অবদানে মাদরাসাটি তার আপন বৈশিষ্টে দ্বীন ইসলামের খেদমতে চির উজ্জ্বল ভূমিকায় ব্রত, তাঁদেরকে **উৎসর্গ** করছি **"আল মুস্তাক্বিম"**

হযরত শাহ্ দাউদ কোরেইশী (রহ.), শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (রহ.), আল্লামা হরমুজ উল্লাহ্ সায়দা (রহ.), অত্র মাদ্‌রাসার দাখিল ও আলিম শ্রেণী প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ মরহুম হযরত মাওলানা ইছহাক আহমদ খান এবং অত্র মাদ্‌রাসার ৩৩ বছর শিক্ষাদানকারী শিক্ষক মরহুম হযরত মাওলানা জছির উদ্দিন সাহেব।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় দক্ষিণ সুরমা, সিলেট
ও সভাপতি, দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদরাসা

বাণী

সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদরাসার ছাত্র সংসদের উদ্যোগে বার্ষিক ম্যাগাজিন **'আল মুস্তাক্বিম'-১৪** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

অত্র মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে এ বার্ষিকী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এ আমার বিশ্বাস। আমি ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং **"আল মুস্তাক্বিম"** এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন।

২৫/০৩/২০১৪
(মোঃ বাশেদুর রহমান সরদার)

বাণী

আল হামদুলিল্লাহ! দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা'র ছাত্র সংসদের উদ্যোগে **"আল মুস্তাক্বিম"** বার্ষিক ম্যাগাজিন-২০১৪ প্রকাশিত হচ্ছে। উক্ত স্মারক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে রচনা করবে স্মৃতির সেতুবন্ধন, গড়ে তুলবে অকৃত্রিম হৃদ্যতা, বিকশিত করবে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন।

আজকের স্মৃতি আগামী দিনের ইতিহাস। দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সুষ্ঠু ও শুদ্ধ সমন্বয় সাধন এবং ছাত্র/ছাত্রীদের যথাযথ চারিত্রিক ও মানসিক গঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করায় অতি অল্প সময়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। **"আল মুস্তাক্বিম"** ম্যাগাজিনের মতো সৃজনশীল উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই অভিনন্দন ও আন্তরিক মোবারকবাদ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সাফল্য মন্ডিত ও গৌরবোজ্জ্বল করে তুলুক এই কামনা এবং আসন্ন পরীক্ষায় মহান আল্লাহর কাছে তাদের সফলতা কামনা করছি। আমীন ॥

(মোঃ রিয়াজ উদ্দিন)
অধ্যক্ষ
দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

বাণী

সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা ছাত্র সংসদের উদ্যোগে **"আল মুস্তাক্বিম"** নামে একটি স্মারক প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আজকের এ আয়োজন আগামী দিনে সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রেরণা প্রদান করবে বলে আমার বিশ্বাস।

উক্ত স্মারকের উদ্যোক্তা, মাদরাসার শিক্ষক কর্মচারী, পরিচালনা কমিটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

18-3-17
(মোঃ নুরুল ইসলাম আলম)
চেয়ারম্যান
৯নং দাউদপুর ইউনিয়ন পরিষদ
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

বানী

প্রথমেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, সৃষ্টির শ্রেষ্ট জীব "মানুষ" সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্টনবী মুহাম্মদ (সঃ) এর মুসলিম উম্মত এবং পৃথিবীর মহান পেশা "শিক্ষক" হিসেবে এ প্রাচীন ঐতিহ্য বাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ দাউদিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় আমাকে দুই যুগেরও বেশী সময় থেকে সুস্থ শরীরে দায়িত্ব পালনের সুযোগ প্রদানের জন্য। সেই সাথে আনন্দিত হয়েছি যে, মাদ্‌রাসা ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে মাদ্‌রাসাটির প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে প্রথম বারের মত প্রকাশিত হতে যাওয়া বার্ষিক ম্যাগাজিন **"আল মুস্তাক্বিম"** এর কথা শুনে। আমি আশা করছি এ আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি আমাদের এ মাদ্‌রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও সমান ভাবে এগিয়ে যাবে। আর এ ক্ষেত্রে অনুপ্রেরনার আদর্শ হিসেবে দিক নির্দেশকের ভূমিকায় চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে **"আল মুস্তাক্বিম"**। মহান আল্লাহর দরবারে আমি করজোড়ে প্রার্থনা করি যতদিন পৃথিবীতে এ মাদ্‌রাসা থাকবে ততদিন যেন **"আল-মুস্তাক্বিম"** প্রকাশের যোগ্য উত্তর সুরী এ মাদ্‌রাসায় সৃষ্টি হয়। বর্তমান মাদ্‌রাসা ছাত্র সংসদ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বার্ষিক এ ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করতে গিয়ে যে শ্রম, মেধা ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ যেন **"আল-মুস্তাক্বিম"** ম্যাগাজিনের প্রকাশনাকে সফল করেন।

সবুর আহমদ চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা

শুভেচ্ছা বাণী

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লাখো শুকরিয়া। অগণিত দুরুদ ও সালাম সায়্যিদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর দরবারে।

দুইশত চৌদ্দ বর্ষের ঐতিহ্য লালিত ঐতিহাসিক ঝিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা। বর্তমান সৃজনশীল ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে ছাত্র সংসদের প্রতিটি কার্যক্রম সৃজনশীল ধারায় তাদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে প্রচার প্রসারে সর্বদা ব্রত থাকে। এই ধারাবাহিকতায় প্রথম বারের মত ছাত্র সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিন **"আল মুস্তাক্বিম"-১৪**। তাই সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ছাত্র সংসদের প্রশংসিত প্রতিটি কাজ যেন আগাম দিনে অব্যাহত থাকে এই কামনায়, মহান আল্লাহপাক যেন আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে সফল ও জীবনকে কুরআন-হাদীসের আলোয় আলোকিত করেন। এই প্রত্যাশায় .....

প্রভাষক মাওঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সভাপতি,
ছাত্র সংসদ
দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা

সম্পাদকীয়....

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহীয়ান আল্লাহর জন্য। অজস্র দুরুদ ও সালাম দুজাহানের সরদার আল্লাহর পেয়ারা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি। ইসলাম ও মহানবী (স.)এর আদর্শই সর্বশেষ কালজয়ী আদর্শ, তার দেখানো পথ ও মত সর্বশেষ হেদায়াত। তার অনুপম আদর্শই হচ্ছে সকল দেশের সকল সমাজের চিরন্তন আদর্শ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আদর্শের অনুসন্ধান ছাড়া মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ অনেক দূরে। তার সেই আদর্শ সঠিকভাবে লালন করার জন্য সারা জাহানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমান প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞানের যুগে ইসলাম ও কোরআনকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশের মাদরাসা গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন মাদ্‌রাসা দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা। আমি এই মাদ্‌রাসার ছাত্র হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। শাহ দাউদ কোরাইশী (রহ.) এর স্মৃতি বিজড়িত অত্র মাদ্রাসার সঠিক ইতিহাস ঐতিহ্য শুনলে যে কারও অন্তরে দাগ কাটে। তাই এই মাদ্রাসার ইতিহাস জানা অত্র এলাকার প্রত্যেকের জন্য খুবই জরুরী। বিষয়টি পাঠক সমাজের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের নিকট অনেক সুন্দর সুন্দর লেখা এসেছে। কিন্তু **"আল মুস্তাক্বিম"** সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশ হওয়ার কারণে অনেকের হাতের লেখা স্থান পায়নি। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পরিশেষে, আমাদের সাথে জড়িত সকলের মঙ্গল কামনা করছি এবং শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মহোদয় বৃন্দ ও ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য। মহান প্রভূ যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমিন।

মা'আস্‌সালাম

সুহেল আহমদ
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ

দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা'র
কিছু স্মৃতি কিছু কথা

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রভাষক (আরবী), অত্র মাদরাসা।

"শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড" শিক্ষা মানুষকে আলোকিত জীবনের অধিকারী করে। তাইতো আলোকিত মানুষ বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদেরকে প্রেরন করেন শিক্ষাঙ্গনে। প্রত্যেকেই চায় তাঁর প্রিয় সন্তানটি হোক সু-শিক্ষিত, সৎচরিত্র, মানবতা ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন আলোকিত মানুষ। একজন অভিভাবকের ইচ্ছা তখনই সফলতার মুখ দেখতে পাবে যখন শিক্ষা প্রতিষ্টানটিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুগোপযোগী শিক্ষার সাথে সাথে আদর্শ ও নেতিক তথা ধর্মীয় শিক্ষায় পরিপূর্ণ এক ঝাঁক শক্তিশালী মেধাবী প্রজন্ম গঠনে সক্ষম হয়। এই প্রত্যয়ে একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষে দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা।

❖ **নাম করনঃ** সিলেট জেলা সদরের নিকটবর্তী নবগঠিত দক্ষিন সুরমা ও উপজেলা সদর দপ্তরের পূর্ব পাশে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী গ্রাম দাউদপুরে শায়িত ওলীকুল শিরমনি হযরত শাহ জালাল (রঃ) এর অন্যতম সহচর হযরত শাহ দাউদ কোরেইশী (রহঃ) এর নামানুসারে এ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নামকরন করা হয়।

❖ **প্রতিষ্ঠাকালঃ** বৃহত্তম সিলেট বিভাগের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম যা ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

❖ **সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ** এতদঞ্চলে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এলাকার শিক্ষানুরাগী ও দানশীল ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্ঠা ও দানের মাধ্যমে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান দাউদপুর জামে মসজিদের পাশে মক্তব আকারে মাদ্‌রাসাটি স্থাপন করা হয়। এরপর দীর্ঘ পরিক্রমায় ইহা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে সুনামের সহিত অদ্যাবধি তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে ভূমি সংকটের কারনে মাদ্‌রাসাটির স্থান পরিবর্তন করে দাউদপুর জামে মসজিদের পূর্ব পাশে মাদ্‌রাসাটি পূণঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাদ্‌রাসাটির ভূমি দাতা হিসেবে অত্র এলাকার 'বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিবর্গ অবদান রেখেছেন। তন্মধ্যে জনাব ইমাম উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, জনাব মরহুম তৈয়বুর রহমান কোরেইশী, জনাব মরহুম মফজ্জিল আলী চৌধুরী, জনাব মরহুম শফিকুর রহমান চৌধুরী, ফরিজাবানু ওয়াক্‌ফ ষ্টেইট এর পক্ষে জনাব মরহুম সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব শওকত আহমদ চৌধুরী, জনাব নজির আহমদ চৌধুরী, জনাবা মমতাজ বেগম চৌধুরী, জনাবা মরহুমা আজিফা খাতুন চৌধুরী, জনাব মোঃ বদরুল আলম কোরেইশীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। দাতা হিসাবে এবং পৃষ্টপোষক হিসেবে মাদ্‌রাসার জন্য যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে দাউদপুর গ্রামের কৃতিসন্তান সিলেট-৩ আসনের সাবেক এম, পি জনাব আলহাজ্ব শফি আহমদ চৌধুরী, জনাব মরহুম ই, এ চৌধুরী (সাবেক আই, জি, পি) জনাব ইমাম উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, জনাব শওকত আহমদ চৌধুরী, নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।
মাদ্‌রাসাটি দীর্ঘ পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে বেসরকারী ভাবে পরিচালিত হয়ে আসার পর ১৯৫৯ সনে গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলসাইন্দ গ্রামের বিশিষ্ঠ আলেমে দ্বীন জনাব মরহুম মাওলানা

ইছহাক আহমদ খান মাদ্‌রাসাটির অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। তিনি তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৯৬০ সনে মাদ্‌রাসাকে মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল স্তরে এবং ১৯৭৬ ইং সনে আলিম স্তরে উন্নীত করেন। মূলত: ঐ সময় থেকে মাদ্‌রাসাটি ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে অদ্যাবধি সুষ্ট ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০০০ ইং সনে তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা ইছহাক আহমদ খান অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে ২০০১ সনে জনাব মাও: রিয়াজ উদ্দিন সাহেব অত্র মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। এবং অদ্যাবধি সুনামের সাথে ও দক্ষতার সহিত মাদ্‌রাসা পরিচালনা করে আসছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্টানটিতে লেখা পড়া করে দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করে অনেকেই বিখ্যাত ও স্বনাম ধন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তারা হলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, হাদীস বিশারদ কলকাতা টাইটেল মাদ্‌রাসার অধ্যাপক হযরত হরমুজ উল্লা সয়দা (রহ:), বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাবেক, আই, জি, পি জনাব মরহুম ই, এ চৌধুরী, সিলেট-৩ আসনের সাবেক এম, পি বিশিষ্ঠ শিল্পপতি জনাব আলহাজ্ব শফি আহমদ চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব ইমাম উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, সাবেক খাদ্য পরিদর্শক বাংলাদেশ জনাব মরহুম নূর উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অনেক কৃতি-ছাত্র তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে অত্র মাদ্‌রাসার গৌরবময় ইতিহাসে চিরস্মরনীয় হয়ে রয়েছেন।

❖ **অর্জন:** শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর অত্র এলাকার দরিদ্র জনগোষ্টিকে শিক্ষিত করা সহ অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ১৯৯২ সনের দাখিল পরীক্ষায় মো: রিয়াজ উদ্দিন নামের একজন ছাত্র সম্মিলিত মেধা তালিকার সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। ২০১১ সনের দাখিল পরীক্ষায় ২ জন ছাত্রের এ প্লাস প্রাপ্তি, আলিম পরীক্ষায় ১ জন ছাত্রীর এ প্লাস প্রাপ্তী, ২০১২ সনেব দাখির পরীক্ষায় ২ জন ছাত্রের এ প্লাস প্রাপ্তী এবং আলিম পরীক্ষার ১ জন ছাত্রীর এ প্লাস প্রাপ্তী, ২০১৩ সনের জে, ডি, সি পরীক্ষার ১ জন ছাত্রের এ প্লাস প্রাপ্তী এবং আলিম পরীক্ষায় ৪ জন ছাত্রের এ প্লাস প্রাপ্তী সহ বিভিন্ন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে নানা মূখী কল্যান মূলক কাজে অংশ গ্রহনের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠান, এলাকা, তাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক, অবস্থানকে গৌরবান্বিত করেছে।

এক নজরে বোর্ড পরীক্ষার ফলা ফলঃ

সন	পরীক্ষার নাম	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	পাশের হার
২০১০	সমাপনী- ৫ম	৪৭	২৮	৫৮%
২০১১	সমাপনী- ৫ম	৪২	৩৩	৭৯%
২০১২	সমাপনী- ৫ম	৪৪	৩৫	৮০%
২০১৩	সমাপনী- ৫ম	৪৪	৩৬	৮২%
২০১০	জে, ডি, সি	৪১	২২	৫৪%
২০১১	জে, ডি, সি	৪৭	৪৩	৯১%
২০১২	জে, ডি, সি	৮৭	৭১	৮২%
২০১৩	জে, ডি, সি	৩৯	২৮	৭২%
২০১০	দাখিল	২৬	২৫	৯৬%
২০১১	দাখিল	৩৬	৩৩	৯২%

২০১২	দাখিল	৬২	৬০	৯৬%
২০১৩	দাখিল	৩৯	২৮	৭২%
২০১০	আলিম	৩৮	৩৪	৮৯%
২০১১	আলিম	২৮	২২	৭৯%
২০১২	আলিম	২৭	২৬	৯৬%
২০১৩	আলিম	৫৭	৪৯	৮৬%

* বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড এর জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত ২০১৪-২০১৫ সালের মাদ্‌রাসা গভর্নিং বডির সদস্যগনের তালিকা নিম্নরুপ:

ক্রমি: নং	সদস্যগনের নাম	পদবী
০১	জনাব, রাশেদুর রহমান সরদার	সভাপতি
০২	জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	অধ্যক্ষ/সম্পাদক
০৩	জনাব, মোঃ আব্দুছ ছোবহান কোরেইশী	প্রতিষ্টাতা সদস্য
০৪	জনাব, আলহাজ্ব শফি আহমদ চৌধুরী	দাতা সদস্য
০৫	জনাব, চৌধুরী নিশাতুর রহমান কোরেইশী	বিদ্যুৎ সাহী সদস্য
০৬	জনাব, প্রভাষক মোঃ জাহিদুল ইসলাম	শিক্ষক প্রতিনিধি
০৭	জনাব, মোঃ ইকবাল হোসাইন	শিক্ষক প্রতিনিধি
০৮	জনাব, মোঃ আব্দুর রশিদ	শিক্ষক প্রতিনিধি
০৯	জনাব, মোঃ সুরুজ আলী	অভিভাবক সদস্য
১০	জনাব, মোঃ আলা উদ্দিন	অভিভাবক সদস্য
১১	জনাব, মোঃ হাছির আলী	অভিভাবক সদস্য
১২	জনাব, মোঃ আতাউর রহমান (আতা)	অভিভাবক সদস্য
১৩	জনাবা, সেলিনা খানম	মহিলা অভিভাবক সদস্য

❖ **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

- মাদ্‌রাসার ধারাবাহিক ভাবে ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে ফাজিল (ডিগ্রী) পর্যায়ে মাদ্‌রাসাকে উন্নীত করণ।
- ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে আরও একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
- ছাত্র হোস্টেল নির্মান।
- কম্পিউটার ও বিজ্ঞান শাখা খোলা।

❖ **অবস্থানঃ** সিলেট জেলা সদরের নিকটবর্তী নবগঠিত দক্ষিণ সুরমা উপজেলা সদর দপ্তরের পূর্ব পাশে ৯নং দাউদপুর ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম দাউদপুর (চৌধুরী বাজার) দাউদপুর জামে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে মাদ্‌রাসার অবস্থান।

আলহামদুলিল্লাহ! মাদরাসাটিতে আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে তাঁর কাংঙ্খিত জৌলুস, বাস্ত বায়নেরদিকে এগুচ্ছে তার পূর্ণরূপ। শিক্ষকদের আন্তরিকতা, শিক্ষার্থীদের সময়নুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যাবসায়, আখলাক্, লেখা পড়ার অগ্রগতি সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, গুণীজনসহ সকল মহলের কাছে আবেদন এ প্রতিষ্ঠান আপনাদের, আমাদের সকলের। সামনের পানে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় উপদেশ, পরামর্শ ও সহযোগিতা আপনাদের একান্ত প্রয়োজন। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে এখলাছের সাথে সকল কর্ম সম্পাদনের তৌফিক দান করেন। আমিন।

সূত্র: রেকর্ড পত্র অত্র মাদ্‌রাসা।

প্রাচীন "দাউদিয়া মাদ্‌রাসা"র সংক্ষিপ্ত ইতিকথা

সবুর আহমদ চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), অত্র মাদরাসা

তৎকালীন পূর্ব বাংলার সিলেট ভূমি পূণ্য ও ধন্য হয়েছিল যে মহিয়ান পুরুষ অলিকূল শিরমনী হযরত শাহ্ জালাল (রহঃ) এর আগমনে, তেমনি ধন্য হয়েছে দাউদপুর সহ তৎসংলগ্ন এলাকা তাঁরই সুযোগ্য সঙ্গী হযরত শাহ দাউদ কোরেইশী (রহঃ) এর আগমনে। আর এ সকল অলি-আউলিয়াগনের আদর্শ-ঐ তিহ্য লালন করে মহানবী (সঃ) এর আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষে আজ থেকে দুইশত তের বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল **"দাউদিয়া মাদ্‌রাসা"** নামের আজকের এই প্রাচীন ঐতিহ্য বাহী ইসলামী প্রতিষ্ঠানটি। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক-বাহক এ প্রতিষ্ঠানটির পরিপূর্ণ ইতিহাস-ঐতিহ্য লেখার স্পর্ধা বা জ্ঞান আমার মত একজন নগন্য শিক্ষকের নেই। তথাপি বিগত প্রায় ত্রিশ বছর যাবত এ প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষকতা আর বিভিন্ন সুযোগে জড়িত থাকার সুবাদে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমার জানা ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ কর্তৃক প্রথমবারের মত প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিন **"আলমুত্তাক্বিম"** এর লেখকের পাতায় কিছুটা লেখার চেষ্টা করছি। তাই ভুল-ত্রুটির জন্য শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সিলেট জেলার অন্তর্গত বর্তমান দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন ৯নং দাউদপুর ইউনিয়নস্থ ঐতিহ্য বাহী গ্রাম দাউদপুরে শায়িত হযরত শাহ দাউদ কোরেইশী (রঃ) এর মাজারের পার্শ্বেই ১৮০০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল **"দাউদিয়া মাদ্‌রাসা"** নামের একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যা পরবর্তীতে স্থান সংকুলানের সুবিধার্থে ও বর্তমান দাউদপুর জামে মসজিদের পূর্ব পার্শ্ব ঘেষে গুরুস্থান থাকায় মাদ্‌রাসাটি মসজিদ মাজার এর পূর্ব পার্শ্বের খালি জায়গায় বর্তমান মাদ্‌রাসাটি পূনঃ নির্মিত হয় এবং অদ্যাবধি এ স্থানেই মাদ্‌রাসার শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে যুগে যুগে অসংখ্য আলিম-উলামা, জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিত্ব সৃষ্ঠিতে অবদান রেখে চলেছে। তাই আমি মনে করি এমন প্রাচীন ইসলামী প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে দাউদপুর গ্রাম সহ-গোটা এলাকাবাসী গর্ব করতেই পারে। কেননা মাদ্‌রাসাটির প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের কথা চিন্তা করলে ধারনা করা যায় যে, এই এলাকার মানুষের ইসলাম ও সভ্যতা, শিক্ষানুরাগের বৈশিষ্ট কত সুপ্রাচীন। তাই আমার লেখনীতে আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরন করছি ইসলাম প্রিয়- শিক্ষানুরাগী সে সকল মহৎ প্রান ব্যক্তিত্বদের যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্ঠা অকৃত্রিম অবদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজকের এই **"দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা"**। নিশ্চই আল্লাহ সে সকল মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন, যা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মহান আল্লাহর দরবারে সে প্রার্থনাই করছি।

মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে যুগে যুগে অসংখ্য আলিম-উলামা জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিত্ব এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহন করে দেশে বিদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে ইসলাম, দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিলেন। নাম জানা না জানা অসংখ্য আলিম-উলামা ও গুনীজন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা এ প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়া জীবনের হাতে খড়ি ও পাঠদানে নিজেকে ব্রত রেখেছিলেন তাঁদের একজন উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ মরহুম হযরত মাওলানা হরমুজ উল্লাহ সয়দা (রহঃ) যিনি হাদীছ জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে এবং কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবও এ প্রতিষ্ঠানে পড়া-লেখা করেছিলেন বলে জানা যায়। দাউদপুর গ্রামের কৃতি সন্তান ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আই, জি মরহুম ই, এ চৌধুরী সহ তাঁর কৃতি সহদোগনের মধ্যে সাবেক চীফ ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং ১৯৯১ সনের তত্বাবধায়ক সরকারের বানিজ্য উপদেষ্টা জনাব ইমাম উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দুই বারের নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব জনাব আলহাজ্ব শফি আহমদ চৌধুরীরও

পড়া-লেখা জীবনের হাতে খড়ি এ প্রতিষ্ঠান থেকেই হয়েছিল বলে জানা যায়। এছাড়াও আরও কৃতি ব্যক্তিত্ব যারা এ প্রতিষ্ঠানে পড়া-লেখা করেছিলেন যাদের নাম অত্র এলাকার শতবর্ষী বা শতবর্ষের কাছাকাছি বয়সের লোকদের মুখে শুনা যায়। স্বল্প সময় ও স্বল্প পরিসরে প্রাচীন এ ইসলামী প্রতিষ্ঠানটির গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অবস্থানের সবটুকু তথ্য "আল-মুত্তাক্বিম" এর লেখকের পাতায় তুলে ধরা সম্ভবপর নয় বলে দুঃখিত, তবুও অতি সংক্ষেপে মাদ্‌রাসাটির সর্বশেষ তথ্যের কিছুটা তুলে ধরছিঃ প্রাথমিক ভাবে মাদ্‌রাসাটি সম্পূর্ণ বেসরকারী ভাবে পরিচালিত হলেও ১৯৫৮ সনের শেষের দিকে গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন ফুলসাইন্দ গ্রামের কৃতি সন্তান মরহুম হজরত মাওলানা ইছহাক খান সাহেব এ মাদ্‌রাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহন করেন এবং ১৯৫৯ সনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্থান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে মাদ্‌রাসাকে **"দাখিল"** স্থরে উন্নীত করতে সক্ষম হন। অতঃপর ১৯৭৬ সনে তারই প্রচেষ্ঠায় এবং বাংলাদেশের সাবেক আই, জি মরহুম জনাব ই, এ চৌধুরী ও তাঁরই কনিষ্ঠ সহোদর সাবেক সংসদ সদস্য বিশিষ্ট শিল্পপতি ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব জনাব আলহাজ্ব শফি আহমদ চৌধুরী সাহেবের আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে ঐকান্তিক সংযোগিতার ফলে মাদ্‌রাসাটি "আলিম" স্থরে উন্নীত হয়। মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে গিয়ে এলকাবাসী সকলেই যার যার সাধ্যানুযায়ী তাঁদের শ্রম, মেধা, সম্পদ, অর্থ দিয়ে যুগে যুগে সহযোগিতা করে এসেছেন এবং আজও করে চলেছেন, সে জন্য মাদ্‌রাসার পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও কৃতজ্ঞতা বিশেষ ভাবে ভূমি, অর্থ ও প্রশাসনিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য। এ মাদ্‌রাসার ইতহাসে যারা চির স্মরনীয় হয়ে থাকবেন তারা হলেন, দাউদপুর পূর্ববাড়ী নিবাসী জনাব মরহুম তৈয়বুর রহমান কোরেইশী, জনাব মরহুম সফিকুর রহমান কোরেশী, জনাব আব্দুছ ছোবহান কোরেইশী, জনাব, মরহুম ই, এ চৌধুরী, জনাব ইমাম উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ঢাকাদক্ষিন কানিশাইল নিবাসী জনাব মরহুম আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী, জনাব আলহাজ্ব শফি আহমদ চৌধুরী, জনাব শওকত আহমদ চৌধুরী প্রমূখ। তাঁদের প্রতিও মাদ্‌রাসার পক্ষ থেকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও জ্ঞাপন করছি গভীর কৃতজ্ঞতা। মাদ্‌রাসাটিকে "দাখিল" (এস, এস, সি) ও "আলিম" (এইচ, এস, সি) স্থরে উন্নীত করতে ও মাদ্‌রাসা উন্নয়নে ১৯৫৯ সন থেকে ২০০৩ সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪০ (চল্লিশ) বছরের চাকুরী জীবনে যিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করে মাদ্‌রাসার ইতিহাসের কালের সাক্ষী ও চির স্মরনীয় হয়ে থাকবেন, তিনি হচ্ছেন ২০০০ সনে অত্র মাদ্‌রাসা থেকে অবসর প্রাপ্ত সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মরহুম হযরত মাওলানা ইছহাক আহমদ খান। তাঁর অবসর গ্রহনের পর ২০০১ সনে স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন গোলাপগঞ্জ উপজেলার খাট কাই গ্রামের কৃতি সন্তান জনাব হযরত মাওলানা রিয়াজ উদ্দিন সাহেব। যিনি এ মাদ্‌রাসায় যোগদানের পূর্বে আরও দুটি দাখিল মাদ্‌রাসার সুপার পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসার জে, ডি, সি, দাখিল ও আলিম শ্রেনীর পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। এ সকল পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের অনেকেই এ প্লাস সহ কৃতিত্বপূর্ন ফলাফল অর্জন করছে। চলতি ২০১৪ সনে মাদ্‌রাসায় ৬ জন প্রভাষক সহ মোট ১৯ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। যা মাদ্‌রাসার সকল শ্রেনীর পরিপূর্ন ক্লাস নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাই আশা করছি, বর্তমান অধ্যক্ষের তত্বাবধানে ও মাদ্‌রাসা গভার্নিং বডির সদস্য গনের সক্রিয় ভূমিকা সহ এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে মাদ্‌রাসাটি উত্তরোওর আরও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। সে সাথে অঙ্গীকার করি, "আসুন আপনার আমার সন্তান কে ইসলামী ভাবধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংমিশ্রনে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করে ইহ ও পরলৌকিক জীবনের সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলি।" মহান আল্লাহ সকলকে তৌফিক দান করুন। আ-মীন।

স্বার্থের আগুনে বিবেক ছাই

হাফিজ মাওঃ মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন
সহকারী মৌলভী, অত্র মাদ্‌রাসা

الحمد لله كفى و سلام على عباده الذى نصطفى. امابعد!

"স্বার্থ যেখানে সরব বিবেক সেখানে নীরব" এ কথাটা শুনতে যেন হলেও বাস্তবতা তার বড় সাক্ষী। "বিবেক মানুষের সর্বোচ্চ আদালত" কথাটা শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত উভয় শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে রয়েছে এর ব্যাপক পরিচিতি। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। মানবতার মুক্তির সনদ আল কোরআন এবং রাসুলের (সা.) হাদিস ও এদিকে ইঙ্গিত করে। কারণ বিবেক হলো সৃষ্টিগত ভাবে মানুষের সহচর। বিবেক শব্দটি এমন মহৎ শব্দ যার আশ্রয়ে মানবাত্মা প্রমান্তি লাভ করে ফলে সে তৃপ্তি পায়। কারন বিবেক এমন এক মহান বাহন যার মাধ্যমে ব্যক্তি অপরের দুঃখ নিজে অনুভব করে এবং তা দুর করার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। বিবেক শব্দটি কেবল প্রকৃত মানব হৃদয়ে নিরাপদ খোদার অন্য কোন সৃষ্টিতে বিবেক শব্দটি নিরাপদ নয় বিধায় মানব জাতীকে এ গুন প্রদান করে তাদেরকে "আশরাফুল মাখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মূলত বিবেক শব্দটা এমন ব্যাপক যে, এর অধীনে ধরার বুকে পরিচিত সকল মহৎ গুনাবলী শামিল। কেননা একজন বিবেকবান মানুষই কেবল ঐ সমস্ত গুনাবলী অর্জন করতে সক্ষম। বিবেকের কারনেই মানুষ আজ পৃথিবীতে বিচারক।

মানব জাতীকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তায়ালা আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের কে আল্লাহর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। মানুষের চেয়ে বিশাল দেহী, চালাক, ও প্রভু ভক্ত প্রাণী থাকার পরে ও মানব জাতীকে আল্লাহ তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তার মূলে একটা কারন মানুষ বিবেকবান। পবিত্র কোরআনে এসেছে انى جاعل فى ارض خلفة (অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি (আল্লাহ) আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।) মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালায় এ উদ্দেশ্য ও সাধন হয়েছে এ বসুন্ধরায় মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়েছে যথার্থ ভাবে ফলে এ পৃথিবী হয়ে উঠেছে একটি শান্তিময় আবাস ভূমি। বিবেক নামক হাতিয়ার দ্বারা মানুষ এ পৃথিবী থেকে অন্যায় অনাচার দুর করে আল্লাহর একাত্ববাদকে স্বীকার করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে মানুষ লাভ করেছে আনন্দময় ও শান্তিময় জীবন। মানুষের বিবেক অশান্তি, অরাজকতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাচীর হিসেবে কাজ করেছে। মানব হৃদয়ে বিদ্যমান শান্তির দেয়াল কে সমাজে প্রতিষ্টার জন্য কোরআনের নির্দেশ ছিল। ان الله يأمر بالعدل والاحسان (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় বিচার ও সদাচরণের আদেশ প্রদান করেছেন।) অপর আয়াতে এসেছে- اعدلوا هو اقرب للتقوى

কিন্তু আমরা আজ কি দেখতে পাই। যে অর্ন্তদৃষ্টি বিবেক কে কেন্দ্র করে এ ধরিত্রীকে মানুষ সুন্দর করে তুলছে তার সকল দিক কেমন করে ফেলেছে কেবল মাত্র একটি শব্দ। যার নাম স্বার্থ। স্বার্থের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গুণীজন অনেক মতামত পেশ করেছেন। এক কথায় স্বার্থ হঃলো সকল ক্ষেত্রে কেবল নিজেকে প্রধান্য দেওয়া। এ স্বার্থ শব্দটাকে আমি বিবেক শব্দের সরাসরি বিপরিত মনেকরি। যার ফল শ্রুতিতে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, জুলুম- নির্যাতন আর সন্ত্রাসের মত মানব বিধ্বংসী কাল-থাবা, যা গ্রাস করে ফেলেছে মানবীয় সকল গুনাবলীয়। আজ যেন পৃথিবীর সর্বত্রই জ্বলছে কেবল স্বার্থের আগুন। স্বার্থের কাছে মানুষের বিবেক অন্ধ। যে কারণে প্রতিটি মানুষের জাগ্রত বিবেক আজ নিষ্ক্রিয়। মানুষের

বিবেক যখন সত্যকে গ্রহণ করতে চায় তখন স্বার্থ এসে প্রাচীর হয়ে দাড়ায়। সৃষ্টিগত ভাবে মানুষের শ্রেষ্টত্বের বাহন হলো জ্ঞান। আর জ্ঞানের বাহন হলো বিবেক। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিবেক সাথে থাকলেও জাগ্রত নয়। বিবেক জাগ্রত না থাকলে তাকে বিবেকবান বলা যায়না। সুতরাং যারা বিবেকবান নয় তারা স্বার্থপর। এরা দেখেও দেখেনা। শুনেও শুনে না। বুঝে ও বুঝে না। ওরা মানুষ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها - ولهم اعين لا يبصرون بها- ولهم اذان لا يسمعون بها- اولئك كالانعام بل هم اضل-

অর্থাৎ- আমি সৃষ্টি করেছি দুজখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে তার দ্বারা বিবেচনা করেনা। তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা দেখেনা। আর তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা তারা শুনেনা। তারা চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও আরো নিকৃষ্ট। (সুরা আরাফ, আয়াত ১৭৯) ওরা পশুর চেয়েও খারাপ। কারণ পশু তার মুনিবকে চেনে কিন্তু স্বার্থ লোভী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার মুনিবকেও চেনে না। তবে ওরা নিজের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। ঐ সমস্ত ব্যক্তির কারণে আজকের পৃথিবীর প্রতিটি স্তর বিপর্যস্ত, অসহায়।

পৃথিবীর সকল মানুষই স্বার্থপর। এটা প্রকৃতির বিধান তবে মানুষের এই স্বার্থ কারো আখেরাত কেন্দ্রিক আবার কারো দুনিয়া কেন্দ্রিক। যারা বিবেকের কষ্ঠি পাথরে স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে মানব প্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তারা পৃথিবীতে কীর্তিমান। কিংবদন্তী। মানব জাতী তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। অক্ষত থাকবে চিরকাল মনের হৃদয়। যেমন-মাওঃ ইলিয়াছ (র.) (তাবলীগের প্রবর্তক)। আর যারা স্বার্থ নামক সর্ব গ্রাসী দাবনলে নিজের বিবেককে জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছে তারা নিজেদের উদর পূর্তি করেছে ঠিক- কিন্তু আবু জাহেল, আবু লাহাব, ফেরআউন, হামান, নমরুদ, চেঙ্গিস খান, মীর জাফর ও বুশ- ব্লেয়ারের মত কলঙ্কের ইতিহাস হয়ে মানবতার শত্রু হিসেবে পরিচিত। তারা মানবতার পিঠে লাথি মেরে পৃথিবীতে যুদ্ধের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত করে নিজেদের স্বার্থকে সংরক্ষন করেছিল। ওদের মতো অনেকেই কালের পরিক্রমায় নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বিবেক কে পদ দলিত করে ইতিহাসের কাল অধ্যায় রচনা করেছে এদের সহযোগী ছিল সে সময়ের কিছু বিবেকবান মানবত্মা যাদের বিবেক তাদের কে বাঁধা দেওয়ার সৎ সাহস পায়নি। ধিককার জানাই ঐ সমস্ত লোকদের যারা মানবতার পক্ষে প্রয়োজনে কথা বলেনি। জাতী সংঘের (UN) মত বিশ্ব বিবেক কে ধিক! যাদের বিবেক ইরাক আফগানিস্তানের মত দেশে অন্যায় যুদ্ধকে ঠেকাতে পারে। শ্রদ্ধার সাথে প্রতিবাদ জানাই। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আইন জীবিদেরকে মানবতার প্রশ্নে যারা অনেক সময় নীরব। ধিক! ঐ সমস্ত তথা কথিত মানবধিকার সংগঠনকে যারা স্বার্থের আগুনে বিবেক ছাই করে ফেলে। ধিক! ঐ সমস্ত দুনিয়া লোভী আলেম কে যারা নিজের স্বার্থের কাছে আল্লাহর দ্বীনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। ধিক! ঐ সমস্ত মানুষদেরকে যারা স্বার্থের মাপকাঠিতে মানুষের অবদানকে মূল্যায়ন করে।

এখন আমার প্রশ্ন হলো যে মানব জাতীকে বিবেক নামক মহৎ গুনের কারনে আল্লাহ নিজের প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, সে মানুষ যদি স্বার্থের কাছে তার প্রতিনিধিত্বকে হারায় তাহলে এ পৃথিবীতে শান্তি আসবে কি করে? কারা শান্তির বাহক হবে? আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবেই বা কারা? এ ব্যাপারে সতর্ক করে রাসুল (সা.) বলেছেন- الا كلكم راع و كلكم مسئول عن راعيته "সাবধান! তোমরা প্রত্যেক দায়িত্বশীল, আর এ

ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে (কিয়ামতের দিন)"। অপর হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন- الدين النصيح অর্থাৎ দ্বীন হলো অপরের কল্যাণ কামনা করা (বুখারী)।

পাঠক বন্ধুরা! আমরা পারব কি তার সঠিক জবাব দিতে? আসুন আমরা আমাদের করনীয় সম্পর্কে অবগত হই। আল্লাহর দেওয়া বিবেককে কাজে লাগিয়ে মানবতার কল্যাণ সাধন করি। প্রকৃত বিবেক বান ব্যক্তি কখনো স্বার্থের কাছে নতজানু হবে না। স্বার্থের সামনে যাদের বিবেক নীরব তারা নিষ্ঠুর। তবে স্বার্থ যদি পরার্থে হয় তখন তা সুমধুর।

পরিশেষে কবির ভাষায় বলতে চাই-

পরের কারনে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও
তার মত সুখ কোথাও কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

সুস্থতা প্রশান্তি ও সাফল্যের চাবিকাটি 'মেডিটেশন'

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
অধ্যক্ষ, কাওছারাবাদ কলেজ

মানব দেহ এক অপূর্ব সৃষ্টি। মহাবিশ্বে এত চমৎকার, এত বুদ্ধিমান ও সৃজনশীল সৃষ্টির অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়নি। এই দেহে রয়েছে ৭০ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ। প্রতিটি কোষে খাবার পৌছানোর জন্য রয়েছে ৬০ হাজার মাইল পাইপ লাইন। রয়েছে ফুসফুসের এত রক্ত শোধনাগার, হার্টের মত শক্তিশালী পাম্প, যা জীবদ্ধশায় সাড়ে ৪ কোটি গ্যালনের চেয়ে বেশী রক্ত পাম্প করে থাকে। রয়েছে চোখের মত ছোট লেন্স, যা দিয়ে বিশাল বিশ্বের সবকিছুই দেখা যায়। দেহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নার্ভাস, ইমিউন সিস্টেমের মত অসংখ্য সিস্টেম। যা আমাদের দেহকে নিমিষেই সুস্থ্য করে তুলে, এই জন্য বলা হয় সুস্থ্যতা স্বাভাবিক। অসুস্থতা অস্বাভাবিক।

১৯৯৩ সালে কোয়ান্টামের উদ্ভাবক শহীদ আল বোখারী বলেছিলেন শতকরা ৭৫% ভাগ রোগ মনোদৈহিক বা সাইকোসোমাটিক। এর জন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন নেই। মনের অসীম শক্তির বহিঃ প্রকাশ ঘটালে, মনের জট খুলতে পারলে, টেনশন, হতাশা দূর করতে পারলে ৭৫% ভাগ রোগ থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। আর এটা মেডিটেশনের দ্বারাই সম্ভব। যদিও তখন কোন উদাহরণ সামনে ছিলনা। কিন্তু হাজারো দৃষ্টান্ত তৈরী হতে সময় লাগেনি। লাখো মানুষ মেডিটেশন কোর্স করে নিজের জীবনকে বদলে ফেলেছেন। কত জটিল ও কঠিন রোগ থেকে যে মুক্ত হয়েছেন তার হিসাব নেই। মানষিক প্রশান্তি আর সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছেন অবলিলায়।

দশ বছর পর ২০০৩ সালে বিশ্ববিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন তাদের প্রচ্ছদ বের করলো Meditation, is the Science of living জীবন যাপনের বিজ্ঞান হচ্ছে মেডিটেশন। ইংরেজী শব্দ মেডিটেশন যার অর্থ গভীরভাবে ধ্যান করা। যার আরবী মোরাকাবা। মেডিসিন

অর্থ-ঔষধ, ভেষজ ইত্যাদি। । দেহের আংশিক রোগ নিরাময় করে মেডিসিন। আর দেহ ও মনের রোগ নিরাময় করে মেডিটেশন।

পৃথিবীতে এমন কোন নবী-রাসুল, ওলী-আউলিয়া আসেন নি, যিনি মোরাকাবা বা ধ্যান করেননি। তারা নিজেকে ও স্রষ্টাকে চেনা ও জানার জন্য, স্রষ্টার রহস্য উপলব্দির জন্য., তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যমে নিজে প্রশান্ত থেকে সাহচর্যে যারা এসেছেন তাদেরকে প্রশান্ত রাখার জন্য মোরাকাবা করেছেন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

আর বর্তমান এই মেডিটেশন হচ্ছে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয়মাত্র। আজ প্রমানীত সত্য শুধুমাত্র মেডিটেশন, সঠিক জীবন দৃষ্টি ও হাদিস সম্মত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে মানুষ নিরোগ থাকতে পারে। সুস্থ থাকতে পারে প্রতিনিয়ত।

মেডিটেশন কিভাবে সুস্থ্যতা, প্রশান্তি ও সাফল্য এনে দেয় তা একটু পর্যালোচনা করি।

সুস্থতাঃ ধ্যানের প্রথম কাজ হচ্ছে দম চর্চা। অর্থাৎ শরীরের হাজারো কোটি কোষের খাদ্য হচ্ছে অক্সিজেন, যা আমরা শ্বাস গ্রহনের মাধ্যমে নেই। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে আমাদের শতকরা ৯০% মানুষের সঠিকভাবে দম নেয়া হয়না, অর্থাৎ অক্সিজেন দেহের কোষে দেয়া হয়না, মেডিটেশনে সঠিক দমচর্চার মাধ্যমে দেহের কোষগুলোকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন দিয়ে দেহকে সুস্থ্য ও সবল রাখা হয়। ধ্যানের সময় শরীরের প্রতিটি পেশী কোষ সজিব হয়, শিথিল হয়। মস্তিস্ক আলফা লেবেল তথা ঠান্ডা হয়। টেনশনমুক্ত হয় ব্রেন। মাথাব্যাথা, মাইকগ্রেন, টেনশন, এজমা, বাত, ডায়বেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট এটাক ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয় মানুষ। আসলে শতকরা ৬০-৯০ ভাগ রোগের কারণ হচ্ছে Stress বা টেনশন। এমেরিকায় ১৯৯৬ সাল থেকে মেডিটেশন মুলধারার চিকিৎসা হিসেবে স্বীকৃত। ৪০% এমেরিকান প্রতিদিন মেডিটেশন করে। মালয়েশিয়ার প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় মেডিটেশন সেন্টার গড়ে উঠেছে। কোরিয়ার স্যামসং কোম্পানী প্রতিদিন ধ্যান করার জন্য ১৭ একর জায়গার উপর একটি হলরুম নির্মাণ করেছে। এভাবে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে অসংখ্য অগনিত মানুষ আজ মেডিটেশন চর্চা করে নিজেদের সুস্থ্য রাখছে।

বর্তমান সভ্যতার আবিস্কার প্রতি ঘন্টায় দেহে এক বিলিয়ন সেল জন্মে ও মৃত্যুবরণ করে। সঠিক প্রক্রিয়ায় মেডিটেশন, অটোসাজেশান বা প্রত্যয়ন ও মনছবি দিনে নতুন সেলগুলো সুস্থ্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করবে এবং এর ডি,এন এ নতুন তথ্য পুনর্বিন্যস্ত হবে। দেহের 'ইমিউন সিস্টেম' বা নিজস্ব নিরাময় প্রক্রিয়া ৯৯.৯ ভাগ সুস্থ্য রাখে দেহকে। দোয়া বা প্রার্থনা হলো সব ইবাদতের নির্যাস। ধ্যানে সবচেয়ে নিবিড়ভাবে যে জিনিষটি করা হয় সেটা হলো দোয়া। আসলে আল্লাহপাক এমন কোন রোগ দেননি যার নিরাময় নেই। এজন্য ধ্যান, দান ও দোয়ার মাধ্যমে মানুষ যে কোন রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেই সহজেই।

প্রশান্তি ও সাফল্য ঃ দেহ সুস্থ্য হলেই মনে প্রশান্তি আসে, আবার মন প্রশান্ত থাকলে দেহ সুস্থ্য থাকে, মেডিটেশনে শরীর ও মন শিথিল হওয়ার ফলে মনে থাকেনা রাগ, ক্ষোভ, হতাশা, হিংসা, স্বার্থপরতা, পরনিন্দা, অহমিকা ইত্যাদি। বিশ্বজনীন মমতা প্রকাশ পায় তার মাঝে। সে হয় প্রশান্ত, প্রত্যয়ী। সুস্থ্য দেহ ও মন প্রশান্ত থাকলে ব্রেন সঠিক চিন্তা, কাজ ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ব্রেনকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতে পারলে যে কোন চাওয়াকে পাওয়ায়, অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় অনায়াসেই, সাফল্য তরান্বিত হয়, লক্ষ্যে পৌছা যায় অনায়াসে।

মেডিটেশন সম্পর্কে কোরআন, হাদিস ও মনীষিদের বানীঃ পবিত্র কোরআনের সূরা আল-ইমরান ১৯০-১৯১ আয়াতে বলা আছে, তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে ধ্যানে (তাফাক্কুর) নিমগ্ন হয় এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি।

• হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন এক ঘন্টার ধ্যান সারারাত জেগে ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

• অন্য হাদিসে আছে- এক ঘন্টার ধ্যান সারা বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। ঈমাম কারযাবী বলেছেন- এটা বিন্যাস ও আকারহীন ইবাদত, যা স্থান কাল, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য কোন কিছু দিয়েই বাধাগ্রস্ত করা যায়না।

• বৌদ্ধ ধর্মে আছে প্রজ্ঞা ছাড়া ধ্যান নাই, ধ্যান ছাড়া প্রজ্ঞা সৃষ্টি হয়না। যার ধ্যান ও প্রজ্ঞার সমন্বয় হয়েছে তিনিই নির্বানস্তরে পৌছেছেন। মন হলো সকল কর্মের চালক। আর এই মনের শুদ্ধির জন্যেই ধ্যান।

জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত ঘটনা হলো মৃত্যু, কিন্তু সময়টা অনিশ্চিত। ওলি-বুজুর্গগণ বলেন, দমে-দমে আল্লাহর জিকির কর। কারণ যতক্ষণ দম আছে ততক্ষনই জীবন। এই দম আমরা প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১লক্ষ ৬০ হাজার বার গ্রহণ করি ও ছাড়ি। একবার দম নিয়ে যদি পরের বার না ছাড়তে পারি সেটাই হবে মৃত্যু। তাই প্রতিমুহূর্ত স্রষ্টার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। বলা উচিত 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ'। যে ধর্মেরই হোকনা কেন সৃষ্টিকর্তার শুকরিয়ার বিকল্প কিছু হতে পারেনা। এ শুকরিয়া, স্মরণ ও উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন মানষিক প্রস্তুতি, প্রয়োজন মেডিটেশন। মানষিক গঠন ও বিকাশে ধ্যানের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করে 'ইলমে তাসাউফ' বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। পরিণত হয় অনন্য মানুষে। ইবনে আতা (রা.) বলেন- যতক্ষণ তুমি স্রষ্টার ধ্যান করোনি, ততক্ষণ তুমি সৃষ্টির অধিকারভূক্ত। কিন্তু যখন তুমি ধ্যানে রত হয়ে যাও, তখন সৃষ্টি তোমার অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। সুস্থ্যতা, প্রশান্তি, সাফল্য ও আত্মীক উন্নতির জন্য মেডিটেশনের বিকল্প নেই।

সুতরাং আল্লাহ পাক যেন আমাদের সবাইকে সুস্থ, সফলও প্রশান্তিময় জীবন দান করেন। আমিন।।

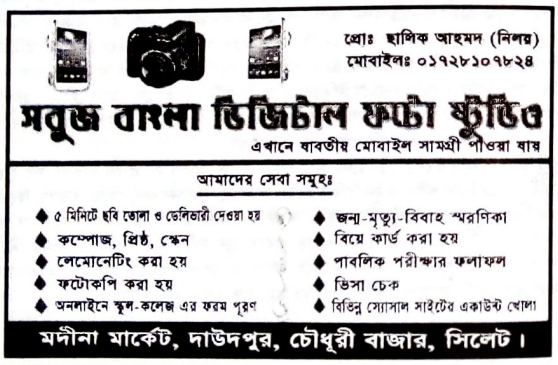

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ওলী আল্লামা ফুলতলী (রঃ)

হাফিজ মোঃ সাইফুল ইসলাম
ভি.পি ছাত্র সংসদ, (আলিম পরিক্ষার্থী- ২০১৪)

আধ্যাত্মিক রাজধানী নামে খ্যাত সিলেটের পূণ্যভুমিতে যে কজন খ্যাতিমান মনীষীর আবির্ভাব গঠেছে তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, শামসুল উলামা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন একনিষ্ট খেদমতকার তার এই খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ জনগন তার জীবদ্দশায় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার রইসউল কুররা প্রভৃতি লকুব ও খেতাবে ভুষিত করেন। আল্লামা ফুলতলী (রঃ) ছিলেন বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী। তার দ্বীনি খেদমত শুধু নিজ দেশেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার এই খেদমত ছিল প্রশংশনীয়। তিনি শুধু ছিলেন না ইসলামের খেদমতকার। তিনি দ্বীনি খেদমতের পাশাপাশি এ দেশের বিভিন্ন সামাজিক কাজে ছিলেন একজন ভুয়সী ও প্রশংসার দাবিদার। তার এই কর্মগুনের কারনে স্থান করে নিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। ফুলতলী (রঃ) ইন্তেকালের পর দেশ বিদেশের পত্র পত্রিকায় মনীষীদের শোক প্রকাশ ও সংবাদ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও নিবন্ধে শোক জ্ঞাপনের ধারা লক্ষ করা গেছে। আল্লমা ফুলতলী (রঃ) এর ইন্তেকালের ও নামাযের বর্ণনা ছিল এরূপ।

প্রিয় মানুষকে তার মাওলার সান্নিধ্যে তুলে দিতে সবার মাঝে ছিল গভীর আবেগ আকুলতা সবার আপ্রান চেষ্টা প্রিয় মুর্শিদকে এক নজরে দেখা। শোকের মাতমে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা জনপদ। স্মরন কালে লোকেরা এই রকম জনস্রোত আর কোথাও দেখিনী। আল্লমা ফুলতলী (রঃ) একজন শ্রেষ্ট তাসাউফ পন্থী খ্যাতিমান আলেমেদীন হয়ে ও তিনি ছিলেন, আজিবন বাতিল ও খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে নির্ভিক বজ্র কণ্ঠে মর্দে মোজাহিদ। যে কোন ইসলাম বিরোধী কাজ কর্মের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেন তিনি দুর্জয় সিন্দা বাদের মতো। তিনি বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে ঐতিহাসিক সৈয়দ পুরের মাঠিতে তার তাজা রক্ত পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ট নায়েবে নবী, আশেকে রাসুল (সাঃ) এবং লাখো কোটি ভক্তের ঈমানি চেতনায় রাহবার বা পথ প্রদর্শক আমাদের দেশে অসংখ্য আলেম উলামা আছেন, থাকবেন কিন্তু আল্লামা ফুলতলী (রঃ) এর মতো মনীষীর সংখ্যা খুবই বিরল। আল্লামা ফুলতলী (রঃ) কে মানুষ ভালোবাসত দ্বীনের কারনেই। এ ভালোবাসা ছিল সব ধরনের লোভ লালসার উর্ধ্বে।

আল্লামা ফুলতলী (রঃ) ছিলেন একজন কামিল ওলি। তার মহব্বতে আমি পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধ করে তেলাওয়াত শিখেছি। দুনীয়া আখেরাতে আমার মতো একজন নগন্যের এর চেয়ে বেশি সৌভাগ্য আর কী হতে পারে। ছাদিছ জামাত ভর্তির জন্য ২০০৪ সালে আমি ছাহেব বাড়িতে যাই। ছাদিছ পড়ার জন্য ছাহেব বাড়ি ছাড়া আর কোথাও কোনো ব্যবস্থা নাই। তখন আল্লামা ফুলতলী (রঃ) এর কাছে সরাসরী তেলাওয়াত শুনাতে পেরেছি, এবং তার কাছ থেকে তেলওয়াত শুনতে পেরেছি। সেই তেলওয়াতের কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। তিনি কোরআনের খেদমতের জন্য "দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট" নামে একটি সংগঠন স্থাপন করলেন, এবং ৩৩ একর জমি এই ট্রাস্টের নামে ওয়াকফ করে দিলেন। যাহোক, সেই দিন তথা ২০০৪ সালের রামাদ্বান মাসের একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল, তখন ছাহেব কিবলাহর শরীরটা বেশ ভালো ছিলনা। তিনি হুইল চেয়ারে বসে বাড়ি থেকে মসজিদে আসতেন,

তার পরেও তিনি সময়ের প্রতি ছিলেন খুবই অটুট। একদিন শুক্রবার ছিল, আমি এবং আমার দুই বন্ধু, আজিজ, রাজু, ছাহেব বাড়ির পুকুরে গোসল করছিলাম তখন জুম্মার আযান হয়ে গিয়েছিল। তখন ছাহেব কে উনার বাড়ি থেকে মসজিদে আনা হচ্ছিল। তখন আমরা সহ আরোও কত জন ছাত্র গোসল করছিলাম, ছাহেব ক্বিবলাহ আমাদেরকে দেখে ডাক দিয়ে, বললেন" বুরায়ার মাওলানা সাব খই এখনও কিতা আযান হইছে না নী ছাত্ররা দেখি চক্কড় দেয়, এই আমার লাটিটা আনো" এই ভাবে বলে হুইল চেয়ার থেকে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাত রাস্তা হেটে গেলেন, আর আমরা সবাই দৌড় দিয়ে চলে গেলাম। এই ভাবে ছিল তার সময়ানুবর্তিতা তাকে বার্ধক্য পারেনী রুখে দিতে। তার মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত দ্বীনি খেদমত করে গেছেন নিরলস ভাবে।

পরিশেষে বলব, অতি স্বল্প পরিসরে এই মহান ব্যক্তির জীবনের উপর আলোকপাত করা নিতান্তই দুরুহ ব্যাপার। কেননা যিনি জীবন সংগ্রামে ছিলেন। একজন সফল সৈনিক। এবং ইসলামের খেদমতে ছিলেন নিভীক ও খোদাভীরু। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি সফলতার সাক্ষর রেখে গেছেন। ব্যক্তিত্বের আজ বড় প্রয়োজন। জাতি তার ঋণ কখনো শোধ করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত ১৫ জানুয়ারি ২০০৮ সাল মঙ্গল বার দিবাগত রাত আনুমানিক ২ টা ৯ মিনিটে এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ট ওলি, বর্ণিল ইতিহাসের শ্রেষ্ট পুরুষ আল্লামা ফুলতলী (রঃ) আলাহর সান্নিধ্যে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ট আলেমেদ্বীনের মৃত্যুতে, জাতীয়, ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আসল শোকের ছায়া। চারি দিকে শোকার্ত মানুষের ঢল। সকলই ছুটল বালাই হাওড়ের দিকে। আল্লামা ফুলতলী (রঃ) কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তার শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাকে দাফন করা হয়। তার বাড়ির মসজিদের উত্তর পার্শে বর্তমান এই যুগে আমরা যেন তার আদর্শ, অনুসরণ করে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি, আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করছি। (আমিন)

RFL কম্পিউটার ট্রেনিংসেন্টার

মদিনা মার্কেট, দাউদপুর চৌধুরী বাজার

কম্পিউটার প্রশিক্ষণের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সার্টিফিকেট কোর্স ঃ

কম্পিউটার বেসিক কোর্স

1. Ms. Word
2. Ms. Excel
3. Ms. Power Point

সফ্টওয়্যার কোর্স

বিঃ দ্রঃ এখানেপ্রিন্টের কাজ করা হয় ও উইন্ডোজ দেওয়া হয়।

পরিচালনায় ঃ ফাহাদ আহমদ ও রুম্মান আহমদ

মোবাঃ ০১৭৭২-৩৫৩১৩৩, ০১৭২৮-৭০৭৩৪৬

হাদিস জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরতুল আল্লামা মোঃ হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রহ.)

সুহেল আহমদ
জি.এস, (আলিম পরীক্ষার্থী-২০১৪)

ইতিহাস ঐতিহ্যের বাংলায় একেক জেলা এক একটি কারণের জন্য বিখ্যাত আধ্যাত্মিক রাজধানী খ্যাত আমাদের পূণ্যভূমি সিলেট। এজন্য আমরা গর্বিত। এই পূণ্যভূমিতে যে কজন খ্যাতিমান মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হযরতুল আল্লামা মোঃ হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রহ.)। এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে জানলে আমরা অনুপ্রাণিত হব। তাই সংক্ষেপে উনার জীবনী তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। হাদিস জগতের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা শায়দা সাহেবের নাম ছিল হরমুজ উল্লাহ। কাব্যে উনার ছদ্য নাম 'শায়দা' তাই তিনি শায়দা নামেই বেশি পরিচিত। অনুমান ১৯০০ ইংরেজিতে বর্তমান সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার তুরুকখলা গ্রামে এই মহান জ্ঞান তাপস এর জন্ম। পিতার নাম মুকিম উল্লাহ। তিনি ছিলেন বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী। তাঁর ছাত্র জীবন নতুন প্রজন্মের কাছে অবশ্যই প্রেরণার উৎস। দরিদ্র পিতার সন্তান শায়দা সাহেবের যখন ১০ বছর বয়স তখন তাঁকে ভর্তি করানো হয় গ্রাম্য এলপি স্কুলে। লেখাপড়ার ভার বড় ভাই সুরুজ আলী বহন করলেও ৪/৫ মাস পর বড় ভাই সুরুজ আলী ইন্তেকাল করেন। বালক শায়দার জীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া। তখন পাঠশালার প্রধান শিক্ষক মিঃ বৈকুন্ট বাবু তার পিতাকে সংবাদ দিয়ে বলেনে, ছেলেটি খুব মেধাবী তাকে দিয়ে ভবিষ্যতে অনেক কিছু আশা করা যায়। তাই তার পড়ালেখা কোন ভাবেই বন্ধ করাবেন না। শিক্ষকের কথা মত পিতাকে সর্বদা সকল কাজে সহযোগিতা করে পড়ালেখা ও চালিয়ে যেতেন সুন্দরভাবে। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা আসলেই প্রথম নম্বর ছিল তার জন্য নির্ধারিত। ৫ম শ্রেণীতে তখন আসাম বোর্ডে বৃত্তি সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫টি। তিনি কৃতিত্বের সহিত ১ম স্থান অধিকার করেন। এবং বৃত্তি লাভ করেন। অত:পর তিনি রেবতি রমন ইউপি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন ৬ষ্ট শ্রেণীতে। ৬ষ্ট শ্রেণীতে অধ্যায়ন অবস্থায় উনার মা পরপর তিন রাত্রি স্বপ্নে দেখেন ছেলেটি মাদ্রাসায় পড়ছে। তারপর তাকে দাউদিয়া জুনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়। অল্প সময়েই তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক সহ এলাকার সকলের স্নেহ ভাজন হয়ে উঠেন। তিনি কুরআন, হাদিস, সাহিত্য, নাহু, সরফ, ফিক্হ, উর্দু, বাংলা, ফার্সি, অংক ইত্যাদি জ্ঞান অর্জন করেন। হেদায়তুন নাহু (বর্তমান ৮ম শ্রেণী) তে আসাম বোর্ডের অধীনে বৃত্তি সংখ্যা ছির মাত্র ২০টি। তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন। এমনি ভাবে জামীর জামাত (বর্তমান দশম) শ্রেণীতেও ১ম স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন। তারপর তিনি সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। শেষ জামায়াত বর্তমান ফাজিল পর্যন্ত তিনি সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়ন করেন। ফাজিল জামায়াতের আসাম বোর্ডে একটি মাত্র বৃত্তি ছিল সেটিও তিনি লাভ করেন এবং গোল্ডমেডেল লাভ করেন। তারপর টাইটেল দেওয়ার জন্য কলকাতায় যান সেখানে গিয়ে তিনি অল্প দিনেই সকল শিক্ষকসহ ছাত্রদের মন কাড়েন। তখন তিনি আল ইসলাহ নামক ছাত্র সংসদ এর সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন। এটা সিলেটী ছাত্রদের গর্বের বিষয়। তারপর তিনি তার জনৈক উস্তাদের নিকট ১৭১টি তফসির এর কিতাব অধ্যায়ন করেন। টাইটেল ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এবং মমতাজুল মুহদ্দিছ হিসাবে সনদলাভ করেন। শুরু তার বর্ণাঢ্য

কর্মজীবন। প্রথমে তিনি নদীয়া জেলাধনি কুষ্টিয়া সাবডিভিশনের অন্তর্গত পান্তী হাই মাদ্রাসার প্রধান হন্ তারপর তিনি কলকাতায় রিচার্স শুরু করেন নানা ভাষায় হাতের লেখা অপ্রকাশিত বই গুলোর রেজনী ক্যাটালগ তৈরির জন্য। এটা সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন। অতঃপর হায়দারাবাদে সরকারী খরচে তার জন্য রিচার্স স্কলরশীপ মঞ্জুর করা হয় সেখানে তাঁর বিষয় ছিল কিমিয়ার যাবতীয় কিতাবের রেজনী ক্যাটালগ তৈরি করা। সেখানেও তিনি যোগ্যতা ওকৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সরকারী সদন লাভ করেন। তারপর কলতকাতা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসাবে নিয়োগ পান। তিনি পড়াতেন হাদিস, তাফসীর, আরবী সাহিত্য, ফিকহ, উছুল, বালাগাত, মানতিক, উর্দু-ফার্সি ইত্যাদি। অনেক শিক্ষক তার নিকট থেকে পরামর্শ নিয়ে ক্লাস করাতেন, পরে তিনি ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর সিলেট আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল শায়দা সাহেবকে চিঠি দিয়ে বললেন আপনি সিলেট আলীয়া মাদ্রাসায় আসলে অনেক ভাল হয়। তারপর তিনি সরকারী সকল কাজ শেষ করে ১৯৫০ ইং ১লা মার্চ সিলেট আলীয়ার তৎকালীন আলীয়া সেকশনে সুপরিন্টেন্ডেট হন। ১৯৫৮ইং ২৯শে জুন তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তারপর তিনি হজ্ব পালন করে দেশে ফিরে বেসরকারী ভাবে ১৯৬৭ সালে ভানুগাছ আলীয়া মাদ্রাসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চার বছর পর তিনি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বিভিন্ন সভা ওয়াজ নসিহত, তাফসীর মাহফিল ইত্যাদি উপায়ে দ্বীনের খেদমত করেন। আল্লামা হরমুজ উল্লাহ যেমনি উপমহাদেশের খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও মুফাসসির ছিলেন তেমনি ছিলেন লেখক, গবেষক এবং আত্মাধিক জগতের সম্রাট। তিনি বিভিন্ন ভাষায় কসিদা লিখে বেশ প্রসিদ্ধি লাভে করেছিলেন।

সর্বোপরি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর অবসান ঘটে। ১৯৯০ সালে ২রা ডিসেম্বর এ উপমহাদেশের বর্ণিল ইতিহাসের বিপ্লবী পুরুষ আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রহঃ) আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বরেণ্য এই কীর্তিমানের মৃত্যুর পর দেশ বিদেশে নেমে আসে শোকের ছায়া। দলে দলে লোকজন আসে শেষ শ্রদ্ধা আর ভালবাসা জানাতে। দেশে জরুরী অবস্থা থাকা সত্তেত্বও মানুষের ঢল নামে তার বাড়িতে। কান্নায় ভারি হয়ে গেলো পুরো এলাকায়। আল্লামা ফুলতলী কিছু বলার জন্য মাইকের সামনে গেলে তিনি কান্না ধরে রাখতে পারেননি প্রিয় মানুষটির জন্য। চতুর্দিকে জনতার ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায়। ফুলতলী (রহ.) বলেছিলেন আমি কিছু বলতে পারছিনা শুধু এ কথাই বলছি তিনি ছিলেন একজন মক্ববুল আশীকে রাসুল (সঃ)। তারপর নিজে জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। অতঃপর দাউদপুর জামে মসজিদের পাশে বাহুরুল উলুমে আল্লামা শায়দা সাহেবকে দাফন করা হয়। আল্লামা শায়দা (রহঃ) এর স্মৃতি চির জাগরুক থাকবে সুন্দর এই পৃথিবীতে। মহান এই জ্ঞান তাপসকে আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করব যত দিন চন্দ্র সূর্য থাকবে আমার চোখের সামনে।

বার্ষিক ম্যাগাজিন

"আল মুস্তাক্বিম" হোক

নতুন প্রজন্মের প্রেরণার উৎস

ঃ- শুভ কামনায় ঃ-

হোসেনপুর আদর্শ ইসলামী জনকল্যাণ সংস্থা

রেঙ্গাদাউদপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

সত্য ও সরল পথের আহবানে তালামীযে ইসলাম

হাফিজ মোঃ রেজাউল করিম।

সভাপতি, মোগলাবাজার ইউ/পি তালামীয

১৮ ফেব্রুয়ারী- ১৯৮০ সাল, বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্ব পূর্ণ দিন। যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া হতো না, তাহলে এদেশের নিরহ, অবুজ, যারা বাহিরের হাওয়া পুরোপুরী বুজতে সক্ষম হয়নি, যারা তরুন মেধাবী, সাহসী, আত্মবিশ্বাসী আগামী দিনের জাতীর সপ্ন, সেই দেশ গঠনের কারিগর ছাত্র কাফেলা আজ বিপদের সম্মুখিন হতো, এখনো তাদের আশঙ্কা কাটেনি। কারনঃ যে সময় এদেশের তরুন প্রজন্ম ছাত্রদের ধংশ করার জন্য ইয়াহুদী, নাসারা, খ্রীষ্টানসহ বিভিন্ন মহল পায়তারা করছিল, এক শ্রেণীর মুনাফিক তরুন সমাজের হৃদয় থেকে ইসলামী মূলবোধ কেড়ে নেয়ার পরিকল্পনা করছিল। তারা ইয়াহুদী নাসারার ন্যায় মুসলমান দের সাথে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। সমাজ ও আধুনিকতার দোহাই দিয়ে অশ্লীলতা নগ্নতা প্রতিষ্টা পায়। তৎকালীন সময় ইসলাম বিরুধী শক্তি গুলো তৎপর হয়ে উটে এবং ইসলাম বিরুধী কাজগুলো প্রসার লাভ করে। অশ্লীল পত্র পত্রিকা মনগড়া প্রকাশনা, নাস্তিক মুরতাদ ও ধর্ম দ্রোহী দের নানাবিধ অপকৌশল, লোভ প্রলোভনের মাধ্যমে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হলো। ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ আদর্শবাদী হওয়ার বদলে হতে হলো জঙ্গীবাদী, সন্ত্রাসবাদী চুর-ডাকাত, রাহাজানী, টেন্ডারবাজ, দূর্নীতিবাজ ইত্যাদি। ঠিক তেমনি এক করুন মুহূর্তে যুগের শ্রেষ্ট মুজাদ্দীদ, রইসুল কুররা ওয়াল মুফাসিরিন, উস্তাযুল আসাতিযা, বাতিল আক্বিদার বিরুদ্ধে সোচ্ছার তীব্র অগ্নি কণ্ঠ, শামসুল উলামা, আল্লামা ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) এ সকল চিন্তা ভাবনা মাথায় নিয়েই উৎসাহী ছাত্র সমাজ ও চিন্তা শীল উলামায়ে কেরামদের সমন্নয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ সালে গঠন করেন, আদর্শ বাহী সংগঠন বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া। পাচ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে তালামীয ৩৪ বৎসর পূর্ন করেছে। এবং তাঁর লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর এই লক্ষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন তালামীয কর্মী ভাইয়েরা কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে রাসুলের সৈনিক হিসাবে ভূমিকা পালন করছেন। তালামীয একটি আদর্শবাদী ইসলামী ছাত্র সংগঠন। বাংলাদেশের অনেক সংগঠন রয়েছে। যারা নিজস্ব ফায়দা হাসিলের জন্য হানাহানী মারামারী, ডাকাতি দুর্নীতি রাহাজানি টেন্ডারবাজী গুম- হত্যা লুন্টন ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত থাকে। ঐ সকল সংগঠন এর তুলনায় তালামীয একটি ব্যতিক্রর্মী ইসলামী সংগঠন। যাদের মৌলিক বৈশিষ্ট হলো মিথ্যা কথা, অশালীন অশোভন কথাবার্তা, গীবত- হিংসা- অংহকার, রাগ ইত্যাদি পরিহার করা। আমরা সবাই মিলে এই দেশের কথা চিন্তা করে, পরকালের কথা চিন্তা করে সমস্ত খারাপ কর্মকান্ড পরিহার করতে হবে। আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবন হতে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত দেখতে পাব ভূলের সীমা নেই। আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে একই দৃশ্য। আমাদের ভূল হচ্ছে ঈমান আক্বিদায়, আমাদের ভূল আমল আখলাকে, আমাদের ভূল সভাব চরিত্রে। শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, পরাষ্ট্রনীতি সর্বক্ষেত্রেই আমরা ইসলামের আদর্শ থেকে, মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) তরিকা থেকে অনেক দুরে। বর্তমানে আমাদের বাহিরের দুশমনের চেয়ে ঘরের দুশমনই মারাত্মক। আমাদের মধ্যে কেউ সংগঠন করি লোভ-লালসার জন্য, আবার কেউ সংগঠন করি নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাই আমরা আমাদের জীবনকে ইহকাল ও পরকালে প্রতিষ্টিত করার লক্ষে তালামীযে যোগ দিতে হবে।

কারন তালামীয়ের আদর্শ ইসলামী আদর্শ। এটা রাসুল (সঃ) এর আদর্শ। রাসুল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীরা যে পথে ছিলেন এবং সে কাজ করেছেন, ঠিক তেমনি তালামীয কর্মীরা সেই সঠিক পথ ধরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে আবদ্ধ রয়েছে। এবং তাঁদের মতো কাজ ও করছে। সুতরাং রাসুল (সঃ) আদর্শ অনুযায়ী আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনকে উৎসর্গ করতে হবে। ইসলামের হেফাযতের জন্য নয় বরং আমাদের নিজেদের হেফাযতের জন্যই তালামীযের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে। এই আশ্রয় হবে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স) এর রহমতের কোলে। আর যারা যোগ্য তারা মুহাম্মদ (সঃ) এর রহমতের কোলে জায়গা পাবে। এ যোগ্য যেমন আদর্শের ক্ষেত্রে তেমনি কর্মক্ষেত্রে হতে হবে। ঈমান আক্বিদার পরিপূর্ন হতে হবে। আজকে যদি আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা-বিশ্বাস কে মনে প্রাণে ধারন করতে না পারি তাহলে আমরা হয়ে যাব ঈমান হারা। তালামীযে ইসলামিয়া মুসলিম ছাত্র সমাজ কে ভ্রান্তির পথ থেকে সরিয়ে এনে সঠিক সরল ও সুন্দর পথ উপহার দিয়ে তাদের জীবনকে ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য দান করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ মুসলিম ছাত্র সমাজ ইসলামী লেবাস, ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী মূল্যেবোধ ছেড়ে দিয়ে ইয়হুদী খ্রীষ্টান নাসারাদের সংস্কৃতি মনের মধ্যে ধারন করেছে। মুসলিম ছাত্র সমাজ পশ্চিমাদের সাংস্কৃতি ধারন করে সাপের লেজে পা দিয়েছে। সাপ তাদের ক্ষমা করবেনা। সুতরাং মুসলিম তরুন ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক সরল পথের অনুসন্ধান করতে হবে। এজন্য তাদেরকে অবশ্যই কুরআন হাদীসের ভাষ্যমতে যে পথে মহান আল্লাহ তাঁর রাসুল (সঃ) চলার আদেশ দিয়েছেন, সে পথে তারা চলতে হবে। আমাদের জানার বিষয় তালামীয ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ সালে শুধুমাত্র নাম ধারন করে একটি ছাত্র সংগঠন হিসাবে। কিন্তু এটা ছিল রাসুলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবী, তাবেইন, সলফে সালিহিন, গৌছ, কুতুব, ওলি আউলিয়াগনের সংগঠন। তালামীয আদর্শ বাদী-ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগঠন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেচ্ছার, হওয়ার সংগঠন। তালামীযে ইসলামিয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ) এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সবর্দা সজাগ দৃষ্টি রাখে। বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠার পরও দেশে বহু অশ্লিল কার্যক্রম চলতে থাকে, আধুনিকতার নামে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংশ করার ষড়যন্ত্র চলে তখন আল্লামা ছাহেব ক্বিবলাহ ফুলতলী (রহঃ) নেতৃত্বে এদেশ থেকে নাস্তিক মুরতাদদের প্রতিহত করা হয়। বিভিন্ন সংগ্রাম আন্দোলন তালামীযে ইসলামিয়া মূল ভুমিকা পালন করে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ মদ্রাসা শিক্ষাথীদের বৈশম্য দূর করা, আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঢাকায় আল্লামা ছাহেব ক্বিবলাহ ফুলতলী (রহঃ) নেতৃত্বে লংমার্চ করা হয়। আজ বাংলাদেশে সরকার সেই আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তালামীয একটি সৎ, আদর্শবাদী সংগঠন হিসাবে পরিগনিত হয়েছে। তাই আমাদের উচিত আরো গভীরে যাওয়া, কুরআন-হাদীস সঠিকভাবে জানা এবং তালামীয সম্পর্কে বুঝা। এ সংগঠনে যোগ দেয়া। তাই আসুন সারা বিশ্বের মুসলমান এক হই এবং ভ্রাতৃত্ব বন্দনে আবদ্ধ হই। তালামীযের আদর্শে, রাসুল (সঃ) এর আদর্শে, অনুপ্রনিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ) সন্তুষ্টি অর্জন করি। দেশের উন্নয়নে মানুষের সেবা করার সংগঠন বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়াকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাই, তালামীয কর্মিদেরকে সহযোগিতা করি। আল্লাহ হাফিজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া জিন্দাবাদ।

কাগজের বই ও ইন্টারনেট

এম. এ. আছআদ
সাবেক ছাত্র (A+ দাখিল-২০১২ খ্রিঃ)

Reading make a man complete. একথা্য বলা বাহুল্য, বাস্তব জীবনে প্রতিটি মানুষই অপূর্ণতার বেদনায় আক্রান্ত। তাই বাস্তবে অপূর্ণ মানুষ বইয়ের মাঝে পূর্ণতার স্বাদ পেতে চায়। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশলোক এ অভ্যাসটি এখনো পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারে নি। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যসূচির বাইরে কোন বই পড়তে চায় না। সিলেবাসভূক্ত শিক্ষাকেই তারা প্রয়োজনীয় শিক্ষাবলে মনে করে। কিন্তু পাঠ্যসূচির বাইরে যে বিশাল জ্ঞানের জগত পড়ে রয়েছে তার খোঁজ আমরা কজনই বা রাখি? অনেকের মতো ছোটবেলা থেকেই আমার বেশি ঝোঁক ছিল বই পড়ার দিকে। অধিকাংশ সময় খুব একা কাটাতাম তাই সময় কাটানোর জন্য আমার সেরা মাধ্যম ছিল বই পড়া। বই পড়ার প্রতি এতই ঝোঁক ছিলো যে, বই না পড়লে রাতে ঘুম-ই আসতো না। তবে এর চেয়ে ও যেটি বেশি ছিল তা হলো, চিত্রিত সব বিষয়ের প্রতি অগ্রহ। ভালো লাগত নতুন কিছু জানতে। বেশির ভাগ কিশোরের যেমন কিশোরে অ্যাডভেঞ্চার বা রহস্য গল্পের দিকে আগ্রহ থাকে। আমারও তাই ছিল, তবে ক্লাস সিক্স-সেভেনে উঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপধ্যায় মুজতাব আলীর লেখা অনেক বই পড়ে ফেলি, শুয়ে, বসে হাতে তুলে নিয়ে অবসরে বই নিয়ে পড়ে থাকা, বইয়ের পাতা ওল্টানোর সাথে গল্পের ভিতর ধাপে ধাপে এগোনো আর বইয়ের পাতার মানে গল্পের জীবন্ত হয়ে ওঠা-এই ব্যাপার গুলো অনুভব করতাম। এখনকার তরুণ প্রজন্ম ও সেই অনুভূতিগুলো অনেকটা একইরকম ভাবে ধরে রেখেছে নিজেদের মানসে। যে কারনে কাগজের পত্রিকার প্রতি নির্ভরতা কমে এলেও কাগজের ছাপা বই-ই পছন্দ করছেন। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী তরুণেরা কাগজের বইকে 'PDF' সংস্করণের চেয়ে এখনো বেশি এগিয়ে রেখেছেন পছন্দের তালিকায়। বইয়ের পাতা ওল্টানোর সঙ্গে গল্পের এগিয়ে চলার যে অনুভূতি, তা কম্পিউটার বা স্মার্টফোনে পিডিএফ ফাইল স্ক্রল করার মধ্যে নেই। বই কতটুকু পড়া হলো বা আরও কতটুকু বাকি তা বোঝার সামর্থ পিডিএফ ফাইল বা ই-বুক দেয় না। ডিজিটাল বইয়ের তথ্যের প্রকাশভঙ্গি বড্ড নীরস, যেটা এখনো তরুনেরা গ্রহণ করেনি। যতটা তারা প্রযুক্তির অন্যান্য অগ্রসরতা ও যান্ত্রিক বিবর্তনকে গ্রহণ করেছেন। কাগজের বইয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করে রাখতে পারার একটা সুবিধাও পাওয়া যায়। ডিজিটাল বইয়েও চিহ্নিত করার সুযোগ রয়েছে তবে সে ক্ষেত্রে দাগটা মস্তিস্কে কম বরং যন্ত্রেই বেশি কাটে। বোকার মার্কেট নামে একটি জরিপে এসেছে ২০১২ সালে বিশ্বে যত বই চিক্রি হয়েছে তার ১৩ শতাংশ আর ২০১৩ সালে এ হার ১৪ শতাংশ। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় ই-বুক বা-ইলেকট্রনিক বুকের বিক্রি বাড়ার হার এখনো বেশ ধীর। কাগজের বইয়ের প্রতি তরুনদের চাহিদা বেশ ভালো টের পাওয়া যায় একুশে বইমেলায় বই কেনার নমুনা দেখলে। যে বইটি অনলাইনে কোনো সাইট থেকে খুঁজে পিডিএফ ফাইল দিব্য পাওয়া যায় তা তারা ওখান থেকে কিনে নেয়। সুতরাং কাগজের বইয়ের প্রতি তরুণ প্রজন্মের ভালোবাসা ও নির্ভরতার জায়গাটা এখনও বেশ পাকাপোক্তই বলা চলে।

যুগের সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল বইয়ের চাহিদা যে বাড়বে না তা নয়। তবু তরুনদের মধ্যে কাগজের বইয়ের জনপ্রিয়তা কমতে পারে, তেমন আশঙ্কা আমার মনে জাগে না। তরুণদের মধ্যে কাগজের বই টিকে আছে বলেই বইয়ের আনুমোদনহীন স্ক্যান করা পিডিএফ ফাইল ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকলেও প্রকাশনাশিল্পে বেশ প্রভাব ফেলতে পারে নি বইয়ের মূল্যমান সম্পর্কে ও আমাদের ধারনা ও মূল্যায়ন এখানো যথাযথ নয়। শিল্পকে সঠিক মূল্য দেওয়া হলে শিল্প ও বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকবেন শিল্পীও। বইয়ের দাম পৃষ্টা অনুসারে হওয়া উচিত নয়, বরং হওয়া উচিত বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট অনুসারে। সেই সঙ্গে বই কিনে পড়ার অভ্যাসের সঙ্গে তরুণদের আরও বেশি পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কাগজের বই কিনে পড়ার আনন্দ শুধু সে আনন্দের সাথে পরিচিত পাঠকেরাই জানেন।

এ ক গুচ্ছ ক বি তা

আমার স্বপ্ন

সুহেল আহমদ
সাধারণ সম্পাদক ছাত্র সংসদ
আলিম পরীক্ষার্থ-২০১৪

আমি হব ভাল লেখক কবি,
কলম দিয়ে তুলে ধরব
সত্য মিথ্যা সবি।

সারা জীবন ঘুরব আমি
কলম নিয়ে হাতে,
কেউ পাশে না থাকলেও
আল্লাহ আছেন সাথে।

কলম চলবে দ্বীনের পথে
থামবে নাতো কবু,
দ্বীনের পথে চললে কলম
খুশি হবেন প্রভূ।

নবীর গুণ লিখব আমি
যার অসিলায় সৃস্টি সবি
যার পরশে ধন্য হবো
রোজ হাশরে আমি।

আমি হব সেরা লেখক কবি
কলম দ্বারা লিখব আমি
গল্প কাব্য সবি।

মায়ের কথা

আফছানা সুলতানা ফাইজা
৬ষ্ট শ্রেণী

জান তুমি, প্রাণ তুমি
মাগো, আমার প্রিয় জন্ম ভূমি।
আকাশের লক্ষ তারার খেলা মেলা।
মাগো, তোমায় দেখে মন ভরা।
শ্যামলে শ্যামলে গ্রাম ভরা।
মাগো তোমার জ্ঞান ভরা।

দ্বীন ইসলাম

মো: শাহাব উদ্দিন
(আলিম পরীক্ষার্থী-২০১৪)

ইসলাম তরে যুদ্ধ করে
জীবন দিবি কারা,
দ্বীন ইসলাম দিচ্ছে ডাক
চলে আয় তোরা।

কালো ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে
এক আল্লাহর দ্বীন,
এখন ও কি আসেনি তোমাদের
জেগে উঠার দিন।

ভীত হয়ে আর কত কাল
পিছু পড়ে রবি,
দুষ্টরা যে লুটে নিচ্ছে
ঈমান আমল সবি।

তোমরা সত্য তোমরা সঠিক
তোমরা মুসলিম বীর,
নত কভু হয়নি তোমাদের
সু উচ্চ শির।

ছড়া

জুমিয়া আক্তার মিম
৬ষ্ঠ শ্রেণী

কাশবন উড়ো উড়ো
বন করে তরো তরো,
মানুষের মনে লাগে
হায়, হায়, কি করা যায়
ফসলের মাঠ ভরা
জেলে ভাই করে তাড়া।

পথকলি

হাফিজ মো: আশিক উদ্দিন
আলিম ১ম বর্ষ

পথকলি 'শিশুরা' সব
পথেই করে বাস ॥
ছাদটি যাদের মাথার উপর
অথই নিল আকাশ ॥
বিত্তজনের অবহেলায়
জীবন তাদের কাটে ॥
নতুন দিনের আশার সূর্য
নিত্য ডোবে পাঠে ॥
বিদ্যা বিহিন জীবন ওদের
অমানিসায় ভরা ॥
কেউ রাখেনা খোঁজটি কেবল
লেখে গল্প ছড়া ॥
আশিক উদ্দিন বলেন
শুনেন ভাই বোনেরা সকল ॥
বিদ্যা শিখতে অবহেলা
কেউ করবেনা কখন ॥

বসন্ত

মোছা: ফাইমা আক্তার
দাখিল দশম শ্রেণী

বসন্ত সবার ঘরে
সুখ নিয়ে এল।
বসন্তেরই আগমনে
দুঃখ সবই গেল।

বসন্তেরই ইচ্ছে আমার
করব ভাল কাজ।
সবার সাথে মিলে মিশে
সাজাবো এ সমাজ।

নবিয়ে রহমত

মো: জায়েদ আহমদ
দাখিল দশম শ্রেণী

একটি নূরে নূরান্নিত সারা সৃষ্টি কুল
সেই নূরের তরে ধরায় ঝরে বৃষ্টি কুল,
আকাশ বাতাস চাঁদও তারা সবই খুশি আজ
সেই নূরেরই পরশ পেয়ে সাজল ধরায় সাজ
শুভাগমন করলেন ধরায় রাসুল মুহাম্মদ
উম্মতের জামিন তিনি নবীয়ে রহমত।

স্বাধীনতা

মোঃ আমিনুল ইসলাম (সুহেল)
আলিম পরীক্ষার্থী-২০১৪

স্বাধীনতা তুমি এসেছিলে
সূর্য হয়ে
স্বাধীনতা তুমি ঢেকে গেলে
রাজনীতির ঐ কালো মেঘে।

স্বাধীনতা তোমায় এনেছিল
লক্ষ হৃদয় বিসর্জন দিয়ে
তোমায় নিয়ে করছে খেলা
রাজনীতির নামে নরপিশাচ গনে।

স্বাধীনতা তোমায় এনেছিল
হাজারও মা বোনের ইজ্জত দিয়ে
তোমায় ছিনিয়ে নিতে চায়
মানুষ নামের শয়তানে।

স্বাধীনতা তুমি এসেছিলে
বাঙালী জাতির গৌরব হয়ে
তোমায় রক্ষা করার জন্য
জীবন দিতে চায় কোটি কেটি জন গনে।

আমার সমস্ত চিন্তা

মোছাঃ ফাইজা আক্তার
দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণী

আমার সমস্ত চিন্তা শুধু
অসহায় ও গরীব দুঃখীদের জন্য।
আমার বড় হয়ে ইচ্ছে করে
অসহায় ও গরীব দুঃখীদের জন্য
অনেক কিছু করতে।
তাদের হৃদয় আনন্দে ভরিয়ে দিতে।

আমার ইচ্ছা

ক্বারী মোঃ নুর হোসেন (নোমান)

আমার খুবই ইচ্ছা করে
ফুল হয়ে ভাই ফুটতে?
সকাল বেলা পূর্বাকাশের
সূর্য হয়ে উঠতে।

ইচ্ছা করে গন্ধ বিলাই
কাব্য ছড়ায় ছন্দ মিলাই।
বাঁধন হারা নদীর মতন
সন্ধ্যা সকাল ছুটতে।

সবার বুকের ভালো বাসা
সর্বক্ষনই লুটতে।
আমার খুবই ইচ্ছা করে
ফুলের মতন ফুটতে।

খোদার লীলা

সুরমিন আক্তার, (সাবেক ছাত্রী)

নীল আকাশে তাকিয়ে দেখি
লক্ষ তারার মেলা
চাঁদনী রাতে আবার দেখি
চন্দ্র মামার খেলা
রাত পোহালে সূর্যি মামা
উঠে সকাল বেলা।
সাত সকালে রং ছড়িয়ে
করো নাকো খেলা।
দিনের শেষে সেই সূর্যটি
ডুবে সন্ধ্যা বেলা
দিনে রাতে যা দেখি সব
খোদার অপর লীলা।

মা

ফারহানা জান্নাত
আলিম পরীক্ষার্থী-২০১৪

মা আমার চোখের মনি
নীল আকাশের চাঁদ।
মা-কে দেখে আমার যে তাই
ভাঙ্গে খুশির ভাজ।
চন্দ্র তারার আলো
মা-কে নিয়ে সপ্ন হাজার।
থাকে বাসি ভালো
মা-কে আমার রাখতে খুশি।
যদিও জীবন যায়
তার পরেও মায়ের দোয়া
পেতে এ মন চায়।

সন্ত্রাস

মোঃ আবুল হোসাইন
আলিম পরীক্ষার্থী-২০১৪

এদেশের ছেলেরা কেন আজ সন্ত্রাস
অস্ত্রে হাতে নিয়ে আজ কেন হয় সবনার্শ
সোনার ছেলেদের ধ্বংস করে
জানিনা কোন গড ফাদার।

যারা করে দেশের সর্বনাশ
তারাই দেশের রাজা কার
সোনার ছেলেরা অস্ত্রের বদলে
লও গো কলম হাতে।

সুখের আলো জ্বালাবে তোমরা
হতে সকলের ভাই
বড় আশা তোমাদের কাছে

সোনার একটি দেশ চাই।

সবার মালিক

হাঃ মাহবুবুর রহমান (রাজু)
সাবেক ভি.পি, ছাত্র সংসদ

খুটি ছাড়া আকাশটাকে
রাখলো কে?

বোদের আলোয় পৃথিবাটা
দেখায় কে?
মনের মানুষ সবার থেকে
কাড়লো কে?

ফুলের হাসি কাটার ভিতর
দেখায় কে?
মহিমাময় সবার বড় মালিক সে
তিনিই আল্লাহ যিনি সব জাতির মালিক।

স্বপ্ন

হেপি চৌধুরী

হৃদয় টা দেখতে ছোট
আসলে তা অনেক বড়।
তার মধ্যে থাকে
এ জীবনে স্বপ্ন কত।
এ হৃদয়ের মধ্যখানে
কত স্বপ্ন বাসা বোনে।
কখন স্বপ্ন হয়ে যায় গল্প
কখনো সেই স্বপ্ন হয়ে যায় স্বল্প।
মনে মনে ভাবি
এ জীবনটা নাকি।
শুধুই কল্পনার রাজ্য
কবির লেখা আছে, গায়কের গান আছে।
স্বপ্নের শুরু আছে, গল্পের শেষ আছে
মনের আশা আছে মানুষের চাওয়া আছে।

কান নিয়েছে চিলে

মোঃ শাহ আলীম আল-হাসান

এই নিয়েছে ঐ নিল যা কান নিয়েছে চিলে,
চিলের পিছে মরছি ঘুরে আমরা সবাই মিলে।
কানের খোজে ছুটছি মাঠে, কাটছি সাতার বিলে,
আকাশ থেকে চিলটাকে আজ ফেলব পেড়ে ঢিলে।
দিন-দুপুরে জ্যান্ত আহা কানটা গেল উগে,
কান না পেলে চার দেয়ালে মরব মাথা খুঁগে।
কান গেলে আর মুখের পাড়ায় থাকল কি-হে বল,
কানের শোকে আজকে সবাই মিটিং করি চল।
সুধী সমাজ শুনুন বলি, এই রেখেছি বাজি,
যে-জন সাধের কান নিয়েছে জান নিব তার, আজই।
মিটিং হল ফিটিং হল, কান মেলেনা তবু,
ডানে-বায়ে ছুটে বেড়াই মেলান যদি প্রভূ।
ছুটতে দেখে ছোট ছেলে বলল কেন মিছে,
কানের খোজে মরছ ঘুরে সোনার চিলের পিছে।
নেইকো খালে, নেইকো বিলে, নেই-কো মাঠে গাছে,
কান যেখানে ছিল আগে সেখানটাতেই আছে।

জীবনের কর্তব্য

ফাহিমা জান্নাত (ফাতেমা)
দশম শ্রেণী

ঈমানটাকে ঠিক রেখো ভাই
ইমান পাবে বড়
নিত্য দিনে নিয়মিত
নামায কালাম পড়।
গরিব দুঃখীর দুঃখ দেখে,
অন্ন মুখে দাও
ইয়াতীম খোকার কষ্ট দেখে
কোলে তুলে নাও।
অবনিতে অবলাদের,
সেবা কর তুমি
অন্ধ যারা চলে পথে
হাত খানি তার ধর।
তবেই জীবন ধন্য হবে,
খুশী হবেন খোদা
হালকা হবে বোঝা তোমার,
দুঃখ হবে জুদা।

সোনালী সকাল

লিপি ইসলাম

তোমরা এনেছ, এক মুঠো সুখ
সোনার আচঁলে মোড়ে।
তোমরা এনেছ খুশির বারতা
পাখিদের মতো উড়ে।

তোমরা দেশের সোনালি সকাল
তোমরা প্রভাত রবি।
তোমাদের তাজা রক্তে পেয়েছি।
লাল সবুজের পতাকাটি।

ফাষ্টফুড জগতে একধাপ এগিয়ে .....

রংধনু

এখানে যা পাওয়া যায়

* মিষ্টি, দই, * আইসক্রীম * চিকেন টোষ্ট * চকলেট * সবজি রুল* বিস্কুট * চিকেনরুল * বাখরখানি * পিজা * সিংগারা, সমছা * বার্গার * ঠান্ডা সামগ্রী।

বিঃ দ্রঃ এখানে কসমেটিক্স সামগ্রী পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটর ঃ মোঃ ছালেহ আহমদ জুয়েল
মোবাঃ ০১৭১২-১১৫৩৬৯

জয়াইদ আলী কমপ্লেক্স, দাউদপুর, চৌধুরী বাজার, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

অজানা কিছু জানলে ভাল

* প্রতিবছর অক্টোবর মাসের কোন দিন "বিশ্ব প্রতিবেশ" দিবস (World hobital day) পালিত হয়?
উত্তর ঃ প্রথম সোমবার।
* ইতিহাসের পিতা বলা হয় কাকে?
উত্তর ঃ হিরোডিটাসকে?
* টাইটানিক জাহাজ কত সালে আটলান্টিক মহা সাগরে নিমজ্জিত হয়?
উত্তর ঃ ১৯১২ সালে।
* ওবামা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কত তম প্রেসিডেন্ট?
উত্তর ঃ ৪৪তম।
* তারইনের প্রথম যুদ্ধ কখন সংগঠিত হয়?
উত্তর ঃ ইবরাহিম লোদী।
* পৃথিবীর প্রাচীন তম ভাষা কোনটি?
উত্তর ঃ হিব্রু।
* তাজ মহলের স্তপতি কে?
উত্তর ঃ ওস্তাদ ঈশা।
* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর ঃ ১৮২০ সালে।
* পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকের ভাষা কোনটি ছিল?
উত্তর ঃ বাংলা।
* ইসলামের প্রথম সামরিক বিজয় কোনটি?
উত্তর ঃ বদর যুদ্ধ।
* কোনটি মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষনের সাথে তুলনাকরা হয়েছে?
উত্তর ঃ গীবতকে।
* বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা কখন শুরু হয়?
উত্তর ঃ ১৯৩০।
* প্রথম আধুনিক অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর ঃ ১৮৯৬ সালে।
* বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং উচ্চ পাহাড় কোনটি?
উত্তর ঃ গারো পাহাড়।
* বাংলাদেশ আগে সাগর ছিল তাঁর প্রমাণ কি?
উত্তর ঃ চুনা পাথর।
* আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর ঃ ৯০তম।
* বাংলাদেশ কত বছর পাকিস্তনের অধিনে ছিলো?
উত্তর ঃ ২৪ বছর।
* বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলনকে করেন?
উত্তর ঃ আ.স.ম. আব্দুর রব।

* বিশ্বের কোন শহর নিষিদ্ধ শহর নামে পরিচিত?
উত্তর ঃ লাসা।
* উহুদের যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী মহিলা যোদ্ধার নাম কি?
উত্তর ঃ হযরত আয়েশা (রা.)
* আব্রাহাম কত সালে মক্কা আক্রমন করেন?
উত্তর ঃ ৫৭০ সালে।
* পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান কোনটি?
উত্তর ঃ মদিনার সনদ।
* রিদ্ধার যুদ্ধ কাদের বিরুদ্ধে হয়েছিল?
উত্তর ঃ ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে।

সংগ্রহে ঃ হাফিজ এম.এ আজিজ
সাবেক ভি.পি

সাহিত্য ম্যাগাজিন "আল মুস্তাকিম" হোক সঠিক আলোর পথের দিক নির্দেশক।
শুভেচ্ছান্তে-
মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, মাস্টার আলা উদ্দিন আহমদ পাঠাগার
ও
কোয়ান্টাম ব্লাড ডোনার ক্লাব।

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন" - আল কুরআন

মাষ্টার আলাউদ্দীন আহমদ পাঠাগার

প্রতিদিন বিকাল ৪:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত সকল পাঠকের জন্য উন্মুক্ত * শনিবার বন্ধ

"একের রক্ত অন্যের জীবন, রক্তই হোক আত্মার বন্ধন"

কোয়ান্টাম ব্লাড ডোনার ক্লাব

অসহায়, মুমূর্ষ রোগীদের রক্তদানে আমরা সদা প্রস্তুত

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রাখালগঞ্জ প্রি-সেল

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, জীবন বদলে যাবে

রাখালগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
মোবা: ০১৭১৬-৮৪৭৫৮৪, ০১৭৪১-৫৮৫৩৫৩

দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদরাসার আসাতিযায়ে কেরাম ও কর্মচারীবৃন্দ

মাওঃ রিয়াজ উদ্দিন
অধ্যক্ষ

সবুর আহমদ চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

মাওঃ জয়নুল আবেদীন
প্রভাষক (আরবী)

রিপন কুমার চক্রবর্ত্তী
প্রভাষক (বাংলা)

মাওঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রভাষক (আরবী)

মোঃ রাজিব মিয়া
প্রভাষক (ইংরেজী)

মাওঃ ইমাদ উদ্দিন
প্রভাষক (আরবী)

মোঃ খলিলুর রহমান
সহকারী শিক্ষক (কৃষি)

মোঃ সামসুদ্দিন
সহকারী শিক্ষক (সমাজ)

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সিদ্দিকী
সহকারী শিক্ষক (গণিত)

মাওঃ ইকবাল হোসাইন
সহকারী মৌলভী

মাওঃ ছালিম আহমদ
সহকারী মৌলভী

মোছাঃ সাহারা বেগম
সহকারী মৌলভী

মনিরা জাহান
সহকারী শিক্ষক (সমাজ)

মাওঃ জয়নাল আবেদীন
ইবতেদায়ী প্রধান

মাওঃ আব্দুর রশিদ
জুনিয়র মৌলভী

ছায়ফুল আহমদ চৌধুরী
জুনিয়র শিক্ষক

মোঃ আবুল কালাম
ক্বারী (মোজাব্বিদ)

মোঃ আব্দুল হামিদ
অফিস সহকারী

মোঃ মর্তুজ আলী
দপ্তরী

মোঃ আব্দুস শহীদ
দপ্তরী

মোঃ আফজল হোসেন
দপ্তরী

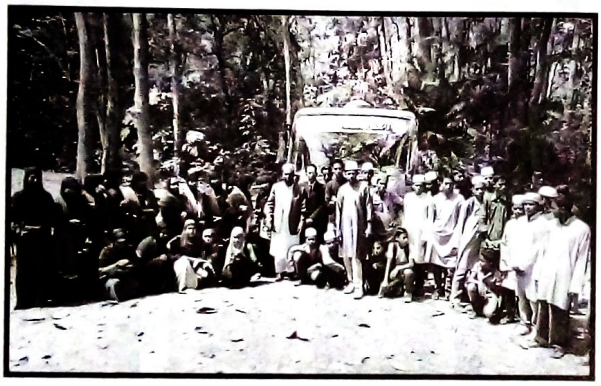

২০ মার্চ ২০১৪ তারিখে শ্রীমঙ্গল লাউয়া ছড়া ইকোপার্কে শিক্ষা সফরে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ।

দাউদিয়া গৌছ উদ্দিন সিনিয়র মাদ্‌রাসা

ছাত্র সংসদ'র
কার্যকরি পরিষদ- ২০১৪

অধ্যক্ষ মাওঃ রিয়াজ উদ্দিন
পৃষ্ঠপোষক

প্রভাষক মাওঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সভাপতি

হাফিজ মোঃ সাইফুল ইসলাম
ভি.পি

সুহেল আহমদ
জি.এস

মোঃ শাহাব উদ্দিন
এ.জি.এস

হাফিজ আশিক উদ্দিন
প্রচার সম্পাদক

শিহাব উদ্দিন
অর্থ সম্পাদক

তারেকুজ্জামান
সাংগঠনিক সম্পাদক

আবুল হাসান
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

হাফিজ রেজাউল করিম
প্রশিক্ষণ সম্পাদক

হাফিজ শাহ আলীম
সাহিত্য সম্পাদক

মোঃ নূর হোসেন
সহ-সাহিত্য সম্পাদক

কাওছার আহমদ
ক্রীড়া সম্পাদক

জাহেদ আহমদ
গ্রন্থাগার সম্পাদক

হাফিজ মিসবাহ উদ্দিন
দপ্তর সম্পাদক

শ্রেণী প্রতিনিধিবৃন্দ

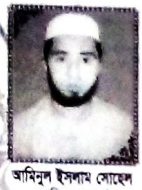
আমিনুল ইসলাম সোহেল
আলিম ২য় বর্ষ

মোছাঃ ফারহানা আক্তার
আলিম ২য় বর্ষ

জিয়াউর রহমান
আলিম ১ম বর্ষ

মোছাঃ নিপা আক্তার
আলিম ১ম বর্ষ

তুহিন আহমদ
দাখিল ১০ম

মোছাঃ রুমানা আক্তার (রুমা)
দাখিল ১০ম

হিজবুল ইসলাম
দাখিল ৯ম

মোছাঃ সাবিনা আক্তার
দাখিল ৯ম

মামুনুর রশিদ
দাখিল ৮ম

মোছাঃ সোনা বেগম
দাখিল ৮ম

সায়েম আহমদ
দাখিল ৭ম

ফারহানা বেগম
দাখিল ৭ম

শাকিল আহমদ
দাখিল ৬ষ্ঠ

মোছাঃ হামিদা আক্তার
দাখিল ৬ষ্ঠ

মোঃ তাজুল ইসলাম
৫ম শ্রেণী

মোছাঃ নাজমিন বেগম
৫ম শ্রেণী

নান্দনিক পরিবেশে বাঙালি খাবার

নবান্ন রেস্তোঁরা

Nobanna
Restura

VIP Road, Taltala, Sylhet
Mobile: 01199-627600

ভি আই পি রোড, তালতলা, সিলেট।
সেল : ০১৯৯৯-৬২৭৬০০